ekdin_page_1_Layout 1 4/13/2025 10:27 PM Page 1

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ‘সরকারের আশ্রয়ে সিদ্দিকুল্লাদের রমরমা’, ফের বিস্ফোরক শুভেন্দু

বাংলায় হিংসার মাঝেই ইনস্টা পোস্ট করে বিতর্কে ইউসুফ পাঠান ২

কলকাতা ১৪ এপ্রিল ২০২৫ ৩১ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩০২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.04.2025, Vol.18, Issue No. 302, 8 Pages, Price 3.00

পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, এলাকা ঘুরে জানালেন ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। নিজে শনিবার রাতেই চলে গিয়েছিলেন জেলায়। আবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শনিবার রাতেই রাস্তায় নেমে পড়েছিল আধাসেনা। রবিবার দিনভর জেলার নানা প্রান্ত ঘুরে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার জানালেন, মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়ে তাঁর অনুরোধ, ‘গুজবে কান দেবেন না।’ ডিজির সঙ্গেই থাকা জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় জানিয়েছেন, আগের থেকে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। তবে এলাকায় টহলদারি বজায় থাকবে।

মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বিভিন্ন এলাকা। বিশেষ করে সুতি, ধুলিয়ান, জঙ্গিপুর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সরকারি সম্পত্তিতে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। পুলিশকে মার। পালটা লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো, পুলিশের গুলি, বিএসএফ নামানো সব মিলিয়ে ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়।

সেই আবহে শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে ডিজি বলেন, ‘কোনও গুন্ডামি বরদাস্ত করা হবে না।’ তারপরই সন্ধ্যা নাগাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছে সেখানেই মাটি আঁকড়ে পড়ে আছেন ডিজি। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নিজে পরিদর্শনে যান। দফায় দফায় পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে বৈঠক করেন। নিজে সরেজমিনে সব কিছু খতিয়ে দেখে রবিবার বিকেলে জানিয়ে দেন, ‘বর্তমানে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।’

শনিবার মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সেই মতো মোতায়েন রয়েছে আধাসেনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হিংসা ছড়ানোর অভিযোগে এখন পর্যন্ত ১৫০-র বেশি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুধু সামশেরগঞ্জ এলাকায় ধৃতের সংখ্যা ৬০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশি অভিযান চলেছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় বলেন, ‘পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। কোনও সমস্যা থাকলে আমাদের ফোন করুন। গুজবে কান দেবেন না।’ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন পদে কর্মরত ২৩ জন ‘দক্ষ’ পুলিশকর্তাকে ‘বিশেষ ডিউটি’তে পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদে। রবিবার তাঁদের সামশেরগঞ্জ থানায় রিপোর্ট করতে বলা হয়। এই মর্মে শনিবার রাজ্যের অতিরিক্ত ডিজিপি (আইনশৃঙ্খলা) একটি নির্দেশিকা জারি করেন। বাহিনী মোতায়েনের পর রবিবার জেলায় পৌঁছে গিয়েছেন বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি করণি সিং শেখাওয়াত।

যে সব এলাকায় অশান্তি ছড়িয়েছিল, রবিবার সকালে সেই সব এলাকা পরিদর্শন করলেন বিএসএফের আইজি। পরে তিনি বলেন, ‘যত দিন পুলিশ চাইবে, তত দিনই বিএসএফ মোতায়েন থাকবে ওই এলাকায়। জওয়ানদের আরও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ পুলিশকেও সব রকম ভাবে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন বিএসএফের আইজি।

তৎপর পুলিশও। পুলিশ সূত্রে খবর, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় পৌঁছনোর পর জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ডিজি রাজীব। ওই বৈঠকের পরেই বিভিন্ন জেলার বাছাই করা পুলিশকর্তা ও কর্মীদের ‘স্পেশ্যাল অন ডিউটি’তে দ্রুত জঙ্গিপুরে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। চার দিনের জন্য তাঁদের মুর্শিদাবাদে ‘বিশেষ দায়িত্ব’ দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকালে সামশেরগঞ্জে যান মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে।

অশান্ত পরিস্থিতিতে ধুলিয়ান, সুতি এবং সামশেরগঞ্জের অনেক বাসিন্দা ঘর ছেড়েছেন। গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে মালদার বৈষ্ণবনগরে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। প্রশাসনের তরফে তাঁদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ বলেন, ‘অশান্তির কারণে যাঁরা ঘর ছেড়েছেন, তাঁদের সব রকম সাহায্য করছে পুলিশ। তাঁরা ঘরে ফিরে আসতে চাইলে সব রকম ভাবে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছে পুলিশ। তাঁরা নিজেদের ঘরে ফিরবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। তাঁরা কেন বাইরে থাকবেন? সকলকে অনুরোধ করব, আতঙ্কে কেউ ঘর ছাড়বেন না। পুলিশ আপনাদের নিরাপত্তার জন্য প্রস্তুত।’

নিয়োগে দুর্নীতির প্রতিবাদে মহামিছিলে জুড়ল মুর্শিদাবাদ

পা মেলালেন সুকান্ত-শুভেন্দু-দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির প্রতিবাদে কলেজ স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মহামিছিলের সঙ্গে জুড়ে গেল মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গও। রাজ্য বিজেপির তিন হেভিওয়েট নেতাকে পাশাপাশি হাঁটতে দেখা গেল কলকাতার রাজপথে। মিছিল শুরুর আগে কলেজ স্ট্রিটের মঞ্চে দাঁড়িয়ে জমায়েতের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী এবং দিলীপ ঘোষ। সেখানেই জানানো হয়, প্রতিবাদের বিষয় শুধু ‘শিক্ষা’তেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

ঠিক এক সপ্তাহ আগে (গত রবিবার) ছিল রামনবমী। সে দিন রাজ্য বিজেপির তিন শীর্ষনেতা তিন দিকে ছিলেন। বিভিন্ন মিছিলে আলাদা আলাদা করে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা। এই রবিবার একসঙ্গে, এক মিছিলে। সুকান্ত-শুভেন্দু-দিলীপের সঙ্গে রইলেন রাহুল সিংহ, জ্যোতির্ময় মাহাতো, লকেট চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পাল, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, তাপস রায়, ইন্দ্রনীল খাঁ-সহ রাজ্য বিজেপির এবং যুবমোর্চার প্রায় সব পরিচিত মুখ।

৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ বাতিলের রায় দেয়। রাজ্য বিজেপির সভাপতি সে দিন সন্ধ্যাতেই দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেছিলেন, যুবমোর্চা ১৩ এপ্রিল পথে নামবে। রাজ্য সরকার যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করে না-দেওয়াতেই সবার চাকরি চলে গেল বলে সুকান্ত-সহ গোটা বিজেপির অভিযোগ। সেই অভিযোগকে সামনে রেখেই মিছিল হবে বলে সুকান্ত সে দিন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই মুর্শিদাবাদ-সহ রাজ্যের কয়েকটি প্রান্তে অশান্তি ঘটে গিয়েছে। এই মুহূর্তে বাংলার রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি চর্চিত বিষয় এই অশান্তিই। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই ‘ইস্যু’কে ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত হবে না বলেই মনে করেছেন বিজেপি নেতারা।

রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু এবং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ প্রথমে পৌঁছন মুরলীধর সেন লেনের দপ্তরে। ৩টের পর সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁরা একসঙ্গে পায়ে হেঁটে কলেজ স্কোয়ারের দিকে এগোতে শুরু করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উলটো দিকে পথসভার মঞ্চ তৈরি ছিল। সেই মঞ্চ থেকে জমায়েতের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন দিলীপ, শুভেন্দু ও সুকান্ত। তিন জনের ভাষণেই দু’টি বার্তা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। প্রথমত, শুধু চাকরি দুর্নীতির প্রতিবাদ নয়, এই মিছিল থেকে মুর্শিদাবাদের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিবাদও হবে। দ্বিতীয়ত, সব বিভেদ ভুলে রাজ্য জুড়ে বিজেপি কর্মীদের এক হতে হবে। যদি এক হয়ে আগামী কয়েক মাস পথে থাকা যায়, তা হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের মেয়াদ আর এক বছরও নেই বলে বিজেপি নেতারা কলেজ স্ট্রিটের মঞ্চ থেকে দাবি করেছেন।

দিলীপ, শুভেন্দু, সুকান্ত পর পর ভাষণ দিয়েছেন। প্রত্যেকেই নিজের ভাষণে অন্য দুই নেতার নাম গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। এই তিন নেতার মধ্যে পারস্পরিক সমীকরণ কেমন এবং তার জেরে রাজ্য বিজেপির ‘অভ্যন্তরীণ দলাদলি’ কোন পর্যায়ে, সে সব নিয়ে বছরভর নানা কথাই শোনা যায়। কিন্তু তিন শীর্ষনেতাই রবিবার বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, সব বিভেদ ভুলে এক হতে হবে। তাঁরা তিন জন এক মঞ্চে এসেছেন বা পাশাপাশি হাঁটছেন যে সেই উদ্দেশ্যেই, সরাসরি উচ্চারণ না-করে সেই বার্তাই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন দিলীপ-শুভেন্দু-সুকান্ত। তিন নেতা সমস্বরে স্লোগান তুলেছেন, ‘বটোগে তো কটোগে’ এবং ‘এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়’।

জেলাস্তরের নেতৃত্বকেও ‘ঐক্যবদ্ধ’ করার চেষ্টা দেখা গিয়েছে রবিবারের মিছিলে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন নির্বাচনে বিজেপির ফল যেখানে অপেক্ষাকৃত ভাল, সেই উত্তরবঙ্গের কোনও জেলাকে এই মিছিলে যোগ দিতে বলা হয়নি। মূলত কলকাতা এবং লাগোয়া জেলাগুলি থেকেই কর্মী-সমর্থকদের ডাকা হয়েছিল। কিন্তু জেলাগুলি থেকে জড়ো হওয়া কর্মীদের নিজেদের ইচ্ছা মতো মিছিলের যে কোনও অংশে হাঁটতে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন জেলা কমিটির জন্য ‘জোন’ ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। যে যাঁর জেলার জন্য নির্দিষ্ট জোনেই রবিবার হেঁটেছেন। জেলা নেতৃত্বে সাম্প্রতিক বদলের পরে বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলা থেকে কর্মীদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশ্যে আসছিল। জেলা নেতৃত্বকে না-মেনে রাজ্যস্তরের কোনও না কোনও শীর্ষনেতার ‘অনুগামী’ হিসেবে নিজেদের তুলে ধরার প্রবণতা কর্মীদের মধ্যে বাড়ছিল। রবিবারের মিছিলে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কলকাতা এবং আশপাশের জেলাগুলি থেকে আসা কর্মী-সমর্থকেরা বিভেদ ভুলে পরস্পরের পাশাপাশি হাঁটছেন, এই ছবি তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

মৃত ৮

■ অন্ধ্রপ্রদেশে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হল অন্তত আটজন শ্রমিকের। রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকপল্লি জেলার কোটাভুরাতলা এলাকায়। বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন আরও অনেকে। কী কারণে বিস্ফোরণটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর পুলিশ জানতে পারে, বাজি কারখানায় প্রথমে একটি বিস্ফোরণ হয়।

উত্তরপ্রদেশ

■ বারাণসীর গণধর্ষণের ঘটনায় যখন তোলপাড় উত্তরপ্রদেশ, তখন সেখানেই আবার গণধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে এল। এবার কাসগঞ্জ। বারাণসীর গণধর্ষণের ঘটনার পর এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পরও ১১ অভিযুক্ত অধরা। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, সেই আবহে কাসগঞ্জে একটি গণধর্ষণের ঘটনা রাজ্য এবং পুলিশ-প্রশাসনকে আরও অস্বস্তির মুখে ফেলল বলে অনেকেই মনে করছেন।

পরকীয়া!

■ স্বামীর বয়স ৯১ বছর। স্ত্রী ৮৮। স্বামী এই বয়সেও অনেক মহিলার সঙ্গে পরকীয়া করছেন, এই সন্দেহ স্ত্রীর। অন্যদিকে, অশীতিপর স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নবতিপর বৃদ্ধ। রাগে স্ত্রীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন, গুরুতর আহত হন বৃদ্ধা। ধৃত বৃদ্ধকে জামিন কেরল হাইকোর্টের।

শাহকে চিঠি রাজ্যপালের, আফস্পার আর্জি সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় উত্তাল মুর্শিদাবাদ। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস চিঠি পাঠালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী চার জেলায় আফস্পা জারি বা সেনাবাহিনীকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়ার আর্জি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়েছেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোর্তিময় সিং মাহাতো। সেই চিঠিতে বাংলায় হিন্দুদের পরিস্থিতির সঙ্গে ১৯৯০ সালে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের গণপলায়নের তুলনা টেনেছেন বিজেপি সাংসদ।

ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অগ্নিগর্ভ মুর্শিদাবাদ। প্রতিবাদের নামে গুন্ডামিতে ভয়াবহ পরিস্থিতি নবাবের জেলায়। শান্তি ফিরিয়ে আনতে হাইকোর্টের নির্দেশে নেমেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রাতারাতি বিভিন্ন জেলার বাছাই করা পুলিশকর্তা ও কর্মীদের মুর্শিদাবাদ ডেকে পাঠানো হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলায় ৩৫৫ ধারা, রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবিতে সরব বিজেপি নেতৃত্ব। এই দাবির মাঝেই এবার সীমান্তবর্তী চার জেলায় আফস্পা জারির দাবি তুললেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ।

শাহকে দেওয়া চিঠিতে লেখা হয়েছে, ‘গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদেই হিন্দুদের ৮৬টি বাড়ি ও দোকানে লুঠপাট করে ধ্বংস করা হয়েছে। খুন হয়েছে দুই সাধারণ মানুষ। তাঁদের পানের বরজেও হামলা করা হয়।’ বিজেপি সাংসদের

প্রসঙ্গ মুর্শিদাবাদ

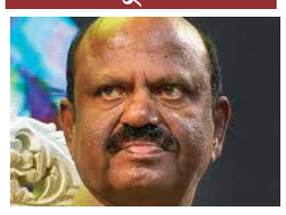

দাবি, ‘এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মালদা, নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এটা তৃণমূলের তোষণ রাজনীতির ফল। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা যে ভেঙে পড়েছে তা ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদী আন্দোলনের ফলে আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত হাই কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী নেমেছে। এই জেলাগুলিতে হিন্দুদের পরিস্থিতি ১৯৯০ সালের কাশ্মীরি হিন্দুদের গণপলায়নের ইতিহাস মনে করিয়ে দিচ্ছে।’ এমন পরিস্থিতিতে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে আফস্পা জারির আবেদন জানিয়েছেন জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। এনিয়ে এখনও তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সামরিক বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা বলতে সকল কর্তৃত্বের ওপরে বোঝায়। এই আইন জারি হলে যে কোনও ধরনের দমনমূলক পদক্ষেপ করার জন্য কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। যা বাহিনীকে অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা দেয়। নাগা পাহাড় এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ মোকাবিলা করার জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী অরুণাচল প্রদেশ, অসমম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে এই আইন প্রয়োগ করা হয়।

রাজভবন সূত্রে খবর, শনিবার রাজ্যপালের নির্দেশে তাঁর দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্ত্রকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় যে সব ঘটনা ঘটেছে, সেই সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিবকে ওই চিঠিটি পাঠানো হয়েছে। রাজভবনের একটি সূত্র জানাচ্ছে, মুর্শিদাবাদে ঘটে চলা ঘটনা প্রসঙ্গে গত কয়েক দিন ধরেই নানা বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন রাজ্যপাল স্বয়ং। শুক্রবার এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও বিশদে আলোচনা হয়েছে তাঁর। তার পরেই যাবতীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজভবন থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে।

রাজভবনের একটি সূত্র জানাচ্ছে, ওই চিঠিতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে তিনি মুর্শিদাবাদের শান্তি ফেরানোর কথা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর যে বিস্তারিত কথা হয়েছে, সেই বিষয়টিও ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। গত কয়েক দিনের ঘটনাক্রম প্রসঙ্গে তিনি যে সমস্ত তথ্য পেয়েছেন, সেই বিষয়েও বিশদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জানিয়েছেন তিনি।

ঘটনাচক্রে, যে দিন তিনি এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন, সেই দিনই দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তবে রাজভবনের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, যেহেতু সাংবিধানিক ভাবে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হলেন রাজ্যপাল, তাই পশ্চিমবঙ্গের কোনও এলাকায় উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটলে তাতে পদক্ষেপ করতেই হয় রাজভবনকে। সেই নিয়ম মেনেই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নিজের অভিমত জানিয়েছেন।

রাজভবনের একটি সূত্র জানাচ্ছে, নানা বিষয়ে রাজভবনের সঙ্গে নবান্নের মতপার্থক্য থাকলেও মুর্শিদাবাদে দ্রুত শান্তি ফেরাতে প্রয়োজনে পদক্ষেপ করার বিষয়ে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী একমত। তবে শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত বিবৃতির পর আনন্দ বোসের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পাঠানো চিঠির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিটিও নজরে রেখেছিল রাজভবন। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে নিয়মিত নবান্নের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে বলেই পুলিশ-প্রশাসন সূত্রে খবর।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই “ বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)” কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

দিল্লিতে আন্দোলনের পরিকল্পনা চাকরিহারাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন, এসএসসির সেই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের অবস্থান কর্মসূচি চলছে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে। এর আগে তাঁরা গান্ধীমূর্তির পাদদেশে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে শনিবার রাতে আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। আগামী দিনে দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। কী ভাবে সেখানে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, চাকরিচ্যুতদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, সে বিষয়ে সকলের মতামত চাওয়া হচ্ছে। ওয়াই চ্যানেলে একটি বাক্স বসিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। একটি কাগজে সংশ্লিষ্ট পরামর্শ লিখে ওই বাক্সে ফেলে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন। সকল চাকরিহারাকে আন্দোলনে শামিল করতেই এই পদক্ষেপ।

শুক্রবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বিকাশ ভবনে বৈঠক করেন চাকরিহারাদের প্রতিনিধিরা। মন্ত্রী তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন এবং তাঁদের দাবি অনুযায়ী, যোগ্যদের তালিকা দু’সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন। বৈঠক থেকে বেরিয়েই চাকরিহারাদের প্রতিনিধিরা জানান, আন্দোলনের পথ থেকে তাঁরা সরছেন না। মন্ত্রীর আশ্বাসে কিছুটা ভরসা পেলেও তাঁদের চিন্তা কমেনি। ১৬ এপ্রিল থেকে দিল্লিতে গিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির কথা ভেবেছেন আন্দোলনকারীরা।

‘যোগ্য’দের তালিকা

‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের নতুন তালিকা স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে ইমেল করে পাঠাল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। তালিকায় সংশ্লিষ্ট চাকরিপ্রার্থীর নাম, স্কুলের নাম-সহ বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। তালিকায় এমন ‘যোগ্য’ চাকরিহারার সংখ্যা প্রায় ১৯ হাজার বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর।

রাজধানীর যন্তরমন্তরের সামনে চাকরিহারাদের একাংশ অবস্থানে বসবেন।

সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে রিভিউ পিটিশন আদালতে জমা দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। ওয়াই চ্যানেলের অবস্থানস্থল থেকে চাকরিহারাদের এক প্রতিনিধি ফেসবুকে লিখেছেন, ‘প্রত্যেকে সুপ্রিম কোর্টের রায় ভাল করে পড়ুন। যে যে বিষয়গুলি নিয়ে রিভিউ পিটিশন দেওয়া যায় বলে মনে হচ্ছে, সেগুলি কাগজে লিখে ওয়াই চ্যানেলে নিয়ে আসুন। এখানে একটি বাক্স রাখা থাকবে। তার মধ্যে কাগজগুলি ফেলবেন। আমরা সেগুলি নিয়ে আইনজীবীর কাছে যাব।’ অর্থাৎ, প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারাদের মধ্যে যাঁরা অবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দেননি, তাঁদের কাছ থেকেও পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে।

চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে শহরের অপর প্রান্তে পৃথক কর্মসূচি চলছে। সল্টলেকে সুমন বিশ্বাস, প্রতাপ রানা এবং পঙ্কজ রায় নামের তিন চাকরিহারা প্রার্থী অনশনে বসেছিলেন বৃহস্পতিবার থেকে। শনিবার সুমন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। রবিবার তাঁরা অনশন তুলে নিয়েছেন। আগামী দিনে কোন পথে তাঁদের আন্দোলন এগোবে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। ওয়াই চ্যানেলে যাঁরা অবস্থানে রয়েছেন, তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁদের কেউ অনশন করছেন না। অনশনকারীদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Shatabdi Maji** W/o Gairik Maji residing at C-1 Burdgetown, P.O.- Midnapur, P.S.- Kotwali, Dist- Paschim Medinipur, Pin-721101 will henceforth be known as **Shatabdi Maji** as declared Before the Ld. 1st class Magistrate vide Affidavit No 8030 dated 10/04/2025. **Shatabdi Maji**, **Shatabdi Saha** and **Shatabdi Saha Maji** are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Siuli Chakraborty, D/o Hrishikesh Chakraborty, residing at 97/1, Nabin Pally, Rishra – 22, Morepukur, P.S.- Rishra, Dist.- Hooghly, W.B., declare that in the educational certificate of my son, Jheelaf Bhattacharya, my name has been recorded as Suili Bhattacharya in place of my actual (after divorce, I am using my maiden surname) name Siuli Chakraborty. As per the affidavit vide no. 8396 in the Court of Judicial Magistrate, 1st Class, Serampore on 06.06.2020, Siuli Bhattacharya and Siuli Chakraborty is the same and one identical person.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

‘সরকারের আশ্রয়ে সিদ্দিকুল্লাদের রমরমা’, ফের বিস্ফোরক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা, সীমান্ত সুরক্ষা ও মৌলবাদী শক্তির প্রসারে রাজ্য সরকারের যোগসাজশ এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত বিজেপির মিছিলে হাঁটার পর ধর্মতলায় সভা থেকে শুভেন্দু সরাসরি বলেন, ‘সরকারের ছত্রছায়ায় রাজ্যে সিদ্দিকুল্লারা রমরমা করছে।’ শুভেন্দুর অভিযোগ, ‘যাঁরা এখন বিএসএফে কাজ করার বদলে রাজনীতিতে মেতে উঠেছেন, তাঁরাই আজ এলাকায় মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। এলাকার মানুষ তাঁদের চেনেন না। এঁদের মধ্যে অনেকেই সিদ্দিকুল্লা, যাঁরা দেশবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত। হাসিনা ওয়াজেদ পর্যন্ত এই সিদ্দিকুল্লাদের পাসপোর্ট দেননি। কিন্তু এ রাজ্যে তাঁরা দিব্যি

ঘুরে বেড়াচ্ছেন।’ বক্তব্যে বারবার ‘সিদ্দিকুল্লা’ নামটি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সরকার কীভাবে এদের গ্রেফতার করবে? এরা তো সরকারের মদতে বাঁচছে! আমি সরকারের কাছে জোর অনুরোধ করছি, দেশদ্রোহীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক।’ শুধু ধর্মীয় মৌলবাদই নয়, রাজ্যের প্রশাসনিক দুর্নীতির প্রশ্নেও সরব হন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, ‘স্কুল সার্ভিস কমিশনের দুর্নীতিতে এখনও বহু সিপিএম ঘনিষ্ঠ আধিকারিক জড়িয়ে রয়েছেন। একজন কমিশনার ৯৭ বছর বয়সে এখনও দপ্তরে রয়ে গিয়েছেন অতিরিক্ত পদ তৈরি করে! এটা কি স্বাভাবিক?’ তিনি আরও অভিযোগ করেন, ‘কমরেডদের জন্য গোপনে অতিরিক্ত লাইন তৈরি করে রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশনকে ধ্বংস করে দিয়েছে সিপিএম ও তৃণমূলের মদতপুষ্ট অফিসাররা। মন্ত্রিসভা থেকেও এখনও অনেককে রক্ষা করা হচ্ছে।’ শেষে বিজেপি-র পক্ষে সওয়াল করে বলেন, ‘আমরা বাংলায় দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব। যাঁরা দেশকে ধ্বংস করতে চাইছেন, তাঁদের কোনওভাবেই ছাড়া হবে না।’

‘জলে বিষ, ঘরে আগুন’, আতঙ্কে ধুলিয়ান ছেড়ে মালদায় পাড়ি শ’য়ে শ’য়ে মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘জলের ট্যাঙ্কে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে গো... পেট ভরে খেতেও পারিনি’--এমন বুকফাটা আর্তনাদে গমগম করছে মালদার বৈষ্ণবনগরের এক স্কুল চত্বর। আশ্রয় নিয়েছেন মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ব্লকের ধুলিয়ান এলাকার বহু পরিবার। কেউ বলছেন, পাঁচশোরও বেশি মানুষ এসেছেন, যদিও প্রশাসনের দাবি, সংখ্যাটা অনেক কম প্রায় ১৭০ জনের মতো। তবে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের চোখে মুখে ভেসে উঠছে শুধু আতঙ্ক আর অসহায়তা।

ধুলিয়ানে কী হয়েছে? আশ্রয়প্রার্থীদের কথায়, ‘ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে পুড়িয়ে দেওয়া

হয়েছে। পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়েছে। জলের ট্যাঙ্কে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।’ আর সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যেই কোনওক্রমে পালিয়ে মালদায় এসে পৌঁছেছেন তাঁরা। এক মহিলা জানালেন, ‘আমরা খুব দুঃখের মধ্যে এসেছি এখানে। আমাদের ঘর নেই, চাল নেই। সংসারের যা ছিল, সব আগুনে পুড়েছে। জলের ট্যাঙ্কে বিষ দিয়ে দিয়েছে গো। কাল বিকেলে নৌকায় করে এসেছি। পুলিশ আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়েছে।’ আর এক গৃহবধূ বলেন, ‘ট্যাঙ্ক ভেঙে দিয়েছে। জলও দেয় না। সকাল থেকে তিনটে বাচ্চা না খেয়ে আছে। বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। বিএসএফ না থাকলে বাঁচতেই পারতাম না।’ এই অবস্থায় প্রশাসন কী করছে? মালদার সদর এসডিও পঙ্কজ তামাং জানিয়েছেন, ‘শনিবার থেকেই যাঁরা এসেছেন, তাঁদের থাকার, খাওয়ার, কাপড়ের ব্যবস্থা করেছি। পিএইচই-র তরফে পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। স্থানীয়রাও আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।’ তাঁর দাবি, ‘প্রায় ১৭০ জন এসেছেন। কয়েকজন আত্মীয়-পরিজনের বাড়ি চলে গিয়েছেন। আরও লোকজন আসতে পারেন বলেও জানতে পেরেছি।’ এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ধুলিয়ানের ভিতরে ঠিক কী ঘটছে? সত্যিই কি জলে বিষ মেশানো হয়েছে? কী কারণে একের পর এক পরিবার ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছে? প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত এই ভয়াবহ অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের কথা জানানো হয়নি। ফলে আতঙ্কের মধ্যেই দিন কাটছে ধুলিয়ান থেকে পালিয়ে আসা মানুষদের।

জঙ্গিপুর-ফরাক্কা এক সুরে ‘বহিরাগত আতঙ্ক’, বিধায়কের বাড়িও ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়ছে উত্তেজনা, বাড়ছে উদ্বেগ। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কা, জঙ্গিপুর- প্রতিটি নামের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে একই শব্দ ‘বহিরাগত’। আর সেই শব্দের পিছনে তৈরি হচ্ছে রাজনৈতিক আশঙ্কার ছায়া। ওয়াকফ সম্পত্তি ঘিরে প্রতিবাদের নামে লাগাতার যে তাণ্ডব চলছে, তার রাশ টানতে এবার সরাসরি ‘বাইরের লোক’-এর দিকে আঙুল তুললেন জঙ্গিপুরের তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমান। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘ওরা কোথা থেকে ঢুকছে জানি না। তবে যাঁরা এই তাণ্ডব করছে, তারা বাইরের লোক। সামশেরগঞ্জে এমন ঘটনা এর আগে কখনও ঘটেনি।’ এরই পাশাপাশি একদিন আগেই একই এলাকায় বাবা ও ছেলেকে কুপিয়ে খুনের ঘটনাতেও শোকপ্রকাশ করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেবে দল। কিন্তু শুধু দুঃখ প্রকাশে কী শান্ত হবে পরিস্থিতি? খলিলুরের কথার সুরে সুর মিলিয়েছেন ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামও। তাঁর অভিযোগ, ‘বাইরে থেকে লোকজন না ঢুকলে এই কাণ্ড ঘটত না। এতদিন এই ধরনের কিছু ঘটেনি এখানে। আমাদের মধ্যেও সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু বাইরের লোক ঢুকে পরিকল্পিতভাবে তাণ্ডব চালাচ্ছে।’ দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রেহাই পাননি তিনিও, তাঁর বাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছে। অথচ সামশেরগঞ্জ থানা থেকে তাঁর বাড়ির দূরত্ব মাত্র ১০০ মিটার! এই সব অভিযোগের মাঝে, রাজ্য পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর বলছে, সামগ্রিক অশান্তিতে মুর্শিদাবাদ জেলায় এখনও পর্যন্ত মোট ১৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র জঙ্গিপুর পুলিশ জেলাতেই শনিবার ধৃত ৩০ জন। তবে পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলা যাচ্ছে না। প্রথমে পুলিশ, তার পরে বিএসএফ, আর শেষে হাইকোর্টের নির্দেশে আধাসেনা নামানো হয়েছে এলাকায়। কিন্তু স্বস্তি মিলছে না স্থানীয়দের। প্রতিদিন নতুন এলাকায় ছড়াচ্ছে আতঙ্কের রেশ। রাজনৈতিক মহলের মতে, ‘বহিরাগত’-এর নামে এই অস্থিরতার পিছনে কোনও বড় ষড়যন্ত্র লুকিয়ে রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। এখন প্রশ্ন, প্রশাসন কি সত্যিই পরিস্থিতির লাগাম টানতে পারছে? নাকি ‘কোথা থেকে ঢুকছে জানি না’-র উত্তর খুঁজতেই সময় কেটে যাবে?

মুর্শিদাবাদে শয়ে শয়ে মানুষ বাঁচার জন্য স্কুলেও আশ্রয় নিয়েছেন।

Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ ই এপ্রিল, ৩১শে চৈত্র । সোম বার। প্রতিপদ তিথি, জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র দশা, বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা, মৃতে পাদ দোষ নাই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(শ্রীশ্রী চড়ক পুজো। ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। শ্রী শ্রী কেশব ব্রতারম্ভ। মহাবিষুভ সংক্রান্তি । নববস্ত্র পরিধান। শান্তি স্বস্ত্যায়ন। কুমারী নাসিকা বেধ। বিক্রয় বাণিজ্যে।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দুরন্ত এক্সপ্রেসে চুরি, কোচেই ধরা পড়ল দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলন্ত ট্রেনে চুরি, তবে কোচেই ধরা পড়ল চোর। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন শিয়ালদা রেল বিভাগের চিফ ইনস্পেক্টর অব টিকিটস মানস অধিকারী। তার তৎপরতায় উদ্ধার হল চুরি যাওয়া মোবাইল, পার্স ও সোনার হার। ঘটনাটি ঘটেছে দুরন্ত এক্সপ্রেস (ট্রেন নং ১২২৬০)-এ। রেল সূত্রে জানা যায়, ১২ এপ্রিল দুরন্ত এক্সপ্রেসের বি ১০ কোচে, বার্থ নম্বর ০৫-এ যাত্রী ছিলেন স্বর্ণলতা জোশী (৪৫)। এই সময় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তাঁর পার্স, মোবাইল ও সোনার হার ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করে। যাত্রীর চিৎকার শুনে সঙ্গেই টিকিট পরীক্ষক সাড়া দেন এবং তাকে ধরে ফেলেন। শিয়ালদার সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার জসরাম মীনা-র ধারাবাহিক কাউন্সেলিং এবং প্রেরণায় সিআইটি মানস অধিকারী দ্রুত পদক্ষেপ নেন। সহযাত্রী, কোচ অ্যাটেনডেন্ট ও চেকিং স্টাফদের সাহায্যে দুষ্কৃতীকে কোচের মধ্যেই আটকে রাখা হয়। ফলে পালানোর সুযোগ না পেয়ে চুরি হওয়া সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করে আবার মিসেস

জোশীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, সঠিক নির্দেশনা ও তৎপরতা রেল কর্মীদের মধ্যে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করতে সক্ষম। শিয়ালদহ রেল বিভাগের ডিআরএম দীপক নিগম জানান, ‘একটি কার্যকর নেতৃত্ব এবং সজাগতা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়।’ ধৃত ব্যক্তিকে শিয়ালদার গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। উক্ত ঘটনায় জিডি অনুযায়ী মামলা রুজু হয়েছে। শিয়ালদহ রেল বিভাগের সিআইটি শ্রী মানস অধিকারী-র বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দুষ্কৃতী ধরা পড়েছে এবং যাত্রীদের সামগ্রী ফিরে পেয়েছে। যাত্রী মিসেস জোশী রেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, এত দ্রুত তাঁর হারানো সামগ্রী ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

বাংলায় হিংসার মাঝেই ইনস্টা পোস্ট করে বিতর্কে ইউসুফ পাঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে মুর্শিদাবাদের মাটি রক্তে রাঙা, ওয়াকফ আইন ঘিরে জেলাজুড়ে অশান্তি, প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত তিনজন। হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়ে উঠেছেন উদ্বাস্তু, আশ্রয় নিয়েছেন অস্থায়ী ক্যাম্পে। পুলিশ, বিএসএফ, র‍্যাফ মোতায়েন করেও ঠেকানো যাচ্ছে না বিক্ষোভ। ঠিক সেই মুহূর্তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আরামদায়ক বিকেলের চা-চক্রের ছবি দিয়ে সমালোচনার কেন্দ্রে বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান। ইনস্টাগ্রামে ইউসুফ লেখেন, ‘ফুরফুরে বিকেল, দারুণ চা এবং চারদিক কী শান্ত। এই মুহূর্তটা উপভোগ করছি।’ সঙ্গে সাদা কুর্তা-পাজামা পরা, চায়ে চুমুক দেওয়া ছবিও পোস্ট করেন তিনি। এই ছবির ক্যাপশন আর ছবির প্রেক্ষাপটে বিস্ফোরণ ঘটেছে রাজনীতিতে। প্রশ্ন উঠছে, যখন রাজ্যের একাংশ কার্যত ধ্বংসস্তূপে, তখন সাংসদের এই ‘আরামপ্রিয়তা’ কতটা গ্রহণযোগ্য? বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনেওয়ালা টুইটারে ইউসুফের ছবির পাশে মুর্শিদাবাদের অশান্তির ছবি জুড়ে লিখেছেন, ‘বাংলা জ্বলছে। হাইকোর্ট বলেছে চোখ বন্ধ রাখা যাবে না। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিংসায় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, পুলিশ নীরব। এই সময় তৃণমূল সাংসদ চা খাচ্ছেন আর সেই মুহূর্তটা উপভোগ

করছেন। এটাই তৃণমূল!’

প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর গড় বহরমপুর থেকেই ইউসুফ পাঠান ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হন। গুজরাতের বাসিন্দা এই প্রাক্তন ক্রিকেটার অধীরকে ৮৫ হাজার ২২ ভোটে হারিয়ে সাংসদ হন। তবে সাংসদ হওয়ার পরও বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি রাজনৈতিক নির্লিপ্ততা ও এলাকা সম্পর্কে অজ্ঞতার অভিযোগে। বিতর্ক ঘনিয়ে উঠতেই তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ব্যাখ্যা দেন, ‘যেখানে অশান্তি হচ্ছে, তা ইউসুফ পাঠানের নির্বাচনী কেন্দ্র নয়। ওই এলাকা এখন কংগ্রেস সাংসদ ঈশা খান চৌধুরীর আওতায়। অনেকে না জেনে মন্তব্য করছেন।’ কিন্তু বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছেন, সাংসদ না হন, একজন শাসকদলের জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ববোধ কি পুরোপুরি এড়ানো যায়? মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতি, লালগোলা সহ একাধিক এলাকা এখনো বারুদের স্তূপ। ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ বলছেন, ‘যেখানে ঘর পুড়ছে, সেখানকার জনপ্রতিনিধির অন্তত সহমর্মিতা দেখানো উচিত ছিল। কিন্তু ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করে বুঝিয়ে দিলেন, বাংলার বাস্তবতা তাঁর চায়ের কাপেও পড়ে না।’ এই ঘটনা আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, কীভাবে মাঠে না নেমে সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘ছবি-রাজনীতি’ করে চলেছে শাসকদলের একাংশ। যেখানে রাজ্য জ্বলছে, সেখানে সাংসদ ইউসুফ পাঠানের মুখে ‘চা দারুণ’ এটাই যেন আজকের শাসক সংস্কৃতির প্রতীক।

কলকাতা-ঝাড়গ্রাম থেকে বাহিনী ঢুকছে জঙ্গিপুরে, অশান্তি রুখতে কেন্দ্রীয় আধাসেনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদ ঘিরে কয়েক দিন ধরেই জ্বলছে মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকা। প্রাণ গিয়েছে, জখম হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। এবার সেই আগুন নেভাতে রাজ্যে ঢুকল কেন্দ্রীয় আধাসেনা। কলকাতা, ঝাড়গ্রাম, জঙ্গলমহল থেকে একযোগে মুর্শিদাবাদে পাঠানো হল মোট ৮ কোম্পানি বাহিনী। তার মধ্যে রয়েছে সিআরপিএফ ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স।

ঝাড়গ্রাম থেকে এসেছে এক কোম্পানি সিআরপিএফ, জঙ্গলমহল থেকে তিন কোম্পানি, কলকাতা থেকেও পাঠানো হয়েছে এক কোম্পানি আধাসেনা। পাশাপাশি এসেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের চার কোম্পানিও। শনিবার রাতেই মুর্শিদাবাদে পৌঁছে যান সিআরপিএফ-এর আইজি পদমর্যাদার অফিসার। অশান্ত এলাকায় দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনাই তাঁদের মূল দায়িত্ব। সীমান্তঘেঁষা গ্রামগুলিতে নিয়োজিত থাকছে বিএসএফ। রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রশাসন সূত্রে খবর, জাতীয় সড়ক স্বাভাবিক রাখা এবং জনজীবনে স্থিরতা ফেরানোই এই বাহিনীর মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের অশান্তি থামাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে যান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেয়। এদিকে হিংসার আবহেই শান্তির বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘সব পক্ষকে শান্তি বজায় রাখতে অনুরোধ করছি। হিংসা ও গুজব থেকে দূরে থাকুন। প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।’ কিন্তু জেলায় প্রবল আতঙ্ক। গুজব, রাতের অগ্নিসংযোগ, দিনের পর দিন চলা তাণ্ডব, সব মিলিয়ে বহু পরিবার ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। বাহিনী নামলেও সাধারণ মানুষের মনে ভয় এখনও কাটেনি।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৪ এপ্রিল ২০২৫, ৩১ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার

‘যোগ্য’ চাকরির দাবিতে তৃণমূলের মিছিলে পরেশ-কন্যা অঙ্কিতাকে ঘিরে নয়া বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাঁর চাকরি আদালতের চোখে ‘অযোগ্য’ বলে খারিজ হয়েছিল, সেই তিনিই এবার ‘যোগ্য চাকরিহারাদের’ পাশে হাঁটলেন তৃণমূলের মিছিলে! আর তাতেই নতুন করে জল্পনার আগুন। তবে কি নিজেকে ‘যোগ্য’ প্রমাণ করার চেষ্টা? নাকি তৃণমূলের ভিতরেই শুরু নতুন বিতর্ক?

শনিবার সন্ধ্যায় কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত হলদিবাড়ি শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ‘যোগ্যদের চাকরি ফেরানো’র দাবিতে এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারী, যাঁর চাকরি একসময় হাইকোর্টের নির্দেশে খারিজ হয়েছিল ‘অযোগ্য’ প্রমাণিত হয়ে। অঙ্কিতাই প্রথম প্রার্থী যাঁর চাকরি আদালতের রায়ে বাতিল হয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে প্রবল সমালোচনা ‘নিজেই যখন অযোগ্য, তখন আবার কাদের পক্ষে পথে নামা?’ কেউ লিখেছেন, ‘নিজেকে কি এবার ‘যোগ্য’ বলে চালাতে চাইছেন অঙ্কিতা?’ তবে এ নিয়ে মুখ খোলেননি অঙ্কিতা নিজে।

এ দিন হলদিবাড়ির তৃণমূল কার্যালয়ে এক বৈঠকের পরে বের হয় এই ধিক্কার মিছিল। তাতে অংশ নেন যুব তৃণমূল জেলা সভাপতি কমলেশ অধিকারীও। তাঁর দাবি, ‘জেলা পরিষদ ভিত্তিক কর্মসূচি ছিল এটি। বিজেপি-সিপিএম মিলে যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি না দেওয়ার যে চক্রান্ত করছে, তার বিরুদ্ধেই আমরা পথে নেমেছি।’ তবে এই প্রতিবাদের মঞ্চে অঙ্কিতার উপস্থিতিই যেন আলোচনার কেন্দ্রে। ২০১৮ সালের ২৪শে নভেম্বর পরেশ অধিকারী তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরে অঙ্কিতা শিক্ষকতা শুরু করেন। প্রায় ৪১ মাস চাকরি করেন তিনি। অভিযোগ ওঠে, কম নম্বর পেয়ে অযোগ্য হয়েও চাকরি পেয়েছিলেন তিনি। আদালতের রায়ে সেই চাকরি যান ববিতা সরকারের কাছে। কিন্তু ববিতার চাকরিও স্থায়ী হয়নি;তাঁর জায়গা নেন অনামিকা রায়। আর সেই অনামিকাও এবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি খোয়ানো ২৬ হাজারের মধ্যে এক জন। ফলে, এই মুহূর্তে তৃণমূলের চাকরি মিছিলে অঙ্কিতার হাঁটাহাঁটি ঘিরেই উঠছে প্রশ্ন, বিতর্ক আর কটাক্ষ। ‘অযোগ্য’-রাই কি তবে এবার ‘যোগ্য’-দের মুখপাত্র?

বাংলায় হিন্দুদের নিরাপত্তা চেয়ে ফের কেন্দ্রকে আর্জি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলন ঘিরে সহিংসতার আবহে ফের একবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার ফেসবুক পোস্টে শুভেন্দু অভিযোগ করেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ-শাসন আর তোষণের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গকে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দিচ্ছে। এখন বাংলায় বাংলাদেশের মতো ধর্মীয় নিপীড়ন চলছে, যার শিকার হচ্ছেন হিন্দুরা।’ তাঁর আরও অভিযোগ, ‘উগ্র মৌলবাদীদের প্ররোচনায় আন্দোলনের নামে বিগত কয়েক দিন ধরে জেহাদিদের সন্ত্রাসে

ভয়ে প্রায় ৪০০ জনেরও বেশি হিন্দু পরিবার নদী পেরিয়ে মালদার বৈষ্ণবনগরের দেওনাপুর-শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পার লালপুর হাইস্কুলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এটা স্বাধীন ভারতে অসম্ভব লজ্জার ছবি।’ শুভেন্দুর কটাক্ষ, ‘তৃণমূল সরকারের অপশাসনে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। মুখ্যমন্ত্রীর ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি এবং তোষণের ফলে উগ্র মৌলবাদীরা এতটাই উৎসাহিত হয়েছে যে হিন্দুদের নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পরিবার নিয়ে পালাতে হচ্ছে। এটা বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার অধ্যায়।’ শুভেন্দুর আরও বক্তব্য, ‘আমি মুর্শিদাবাদ জেলায় মোতায়েন কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী, রাজ্য পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি, সেখানে বসবাসকারী হিন্দুদের জীবন, জীবিকা এবং নিরাপত্তা অবিলম্বে সুনিশ্চিত করুন।’ উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হিন্দুদের সুরক্ষা নিয়ে বিরোধী দলনেতার এমন সোচ্চার অবস্থান রাজ্য-রাজনীতিতে আরও বিতর্কের সৃষ্টি করল। তৃণমূলের পাল্টা দাবি, বিজেপি ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে। তবে শুভেন্দুর অভিযোগ, ‘এটা ভয়ের বাতাবরণ নয়, এটা হিন্দুদের বাস্তব। আর এই বাস্তবের জন্য দায়ী তৃণমূলের তোষণের রাজনীতি।’

বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে লোক ঢুকিয়ে মুর্শিদাবাদ খালি করার হুঁশিয়ারি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ বিল বিরোধিতার নামে তাণ্ডব চলছে মুর্শিদাবাদ-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায়। আন্দোলনকারীদের তাণ্ডবে ভিটে মাটি ছেড়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে নদী পথে নৌকায় চেপে মালদা এসে আশ্রয় নিচ্ছেন শ’য়ে শ’য়ে হিন্দু পরিবার। বিএসএফের সাহায্যে কোনওমতে নদী পেরিয়ে মালদার বৈষ্ণবনগরে লালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে আসা লোকজন। মুর্শিদাবাদ থেকে সনাতনীদের তাড়ানো এবং ‘গ্রেটার বাংলাদেশ’ গঠনের চেষ্টার অভিযোগে সরব হয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে ছবি-সহ টুইট করে মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রবিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘বিহার, ঝাড়খন্ড থেকে লোক ঢুকিয়ে একদিনে মুর্শির্দাবাদ-মালদহ খালি করে দেব।’ তাঁর আরও দাবি, ‘মুর্শিদাবাদ হিন্দু শূন্য করার চক্রান্ত চলছে। দু’জনকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। আর চার ঘণ্টা বাদে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। প্রাণের ভয়ে সনাতনীরা নৌকায় চেপে নদী পেরিয়ে মালদা পালিয়ে আসছে।’ তাঁর বক্তব্য, ‘রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলছেন, উনি কলকাতা অচল করে দেবেন। বাইরে থেকে লোক আনতে হবে না। কলকাতার সনাতনীদের দিয়ে ওনাদের বুঝিয়ে দেব।’ অর্জুনের কটাক্ষ, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্রসারিত বাংলাদেশে’র প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন। জীবনে তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হবে না।’ তাঁর দাবি, ‘রাজ্যের নয়টি সীমান্তবর্তী এলাকায় আগামীদিনে আরও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হবে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সব জায়গায় একই অবস্থা আছে। তাণ্ডবকারীরা বিএসএফকে লক্ষ্য করে ইঁট, পাথর ছুঁড়ছে। তাহলে বিএসএফ কি হাতে চুড়ি পরে বসে আছে?’ প্রশ্ন অর্জুনের। তাঁর পরামর্শ, বিএসএফের উচিত লাঠিপেটা করে তাণ্ডবকারীদের ঠাণ্ডা করে দেওয়া। রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়েও আক্ষেপ প্রকাশ করলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, সনাতনীদের রক্ষার্থে যা করছেন তিনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উনি সনাতনীদের বাঁচাতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। অবশেষে আদালতের নির্দেশে মুর্শিদাবাদে সেনা নেমেছে। বামেদের তীব্র নিশানা করে তিনি বলেন, বামপন্থীদের আগে বাংলা থেকে তাড়ানোর দরকার আছে। এরা ‘নো ভোট টু

মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গে বিস্ফোরক পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ আইন ঘিরে উত্তাল মুর্শিদাবাদ। মৃত, আহত, গ্রেপ্তার আর কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতার মাঝে এবার পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন বলিউডের বিতর্কিত পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ খ্যাত পরিচালক সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, ‘বাংলা কি নতুন কাশ্মীর?’ সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবেক লেখেন, ‘যখন মুর্শিদাবাদে ‘দ্য দিল্লি ফাইলস’-এর প্রেক্ষাপট গড়ে তুলছিলাম, তখনই বুঝতে পারি জনবিন্যাসে এমন এক পরিবর্তন হচ্ছে, যা বড়সড় হিংসার জন্ম দিতে পারে। বুঝিনি এত দ্রুত ঘটবে!’ তিনি আরও দাবি করেন, ওই পরিস্থিতির আঁচ পেয়ে মুর্শিদাবাদে শ্যুটিং অসম্ভব হয়ে ওঠে। রাজ্য সরকার ও পুলিশের সহযোগিতা না পেয়ে বাধ্য হয়ে মুম্বইয়ে সেট তৈরি করে শ্যুট করতে হয় তাঁকে। বিবেকের বক্তব্য, ‘বাংলাকে নয়ের দশকের কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করলাম কিছু কারণে, প্রথমত সীমান্ত এলাকায় জনবিন্যাসের বিপুল পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্যভিত্তিক রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক হিংসা। তৃতীয়ত, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অভিবাসন ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ। চতুর্থ, সামান্য ঘটনাও হিংসাত্মক অশান্তিতে রূপ নেওয়ার প্রবণতা। পঞ্চমত, নজরদারিহীন অভিবাসন, রাজনৈতিক মেরুকরণ, পরিচয়ের রাজনীতি।’ তাঁর আশঙ্কা, ‘এভাবেই চলতে থাকলে বাংলায় শুরু হবে গণপ্রস্থান, দমননীতি এবং দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতা।’ বিবেক তাঁর পোস্টে বাংলার নবজাগরণের যুগকেও স্মরণ করেন। চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ থেকে নেতাজি সুভাষ। সেই বাংলার সঙ্গে কাশ্মীরের তুলনায় স্বাভাবিক ভাবেই বিতর্ক দানা বাঁধছে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১৫ অগাস্ট মুক্তি পাচ্ছে বিবেকের নতুন ছবি ‘দ্য দিল্লি ফাইলস- দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার’। যার প্রথম পর্ব ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গার উপর ভিত্তি করে নির্মিত। তবে রাজনৈতিক শিবিরগুলির একাংশ ইতিমধ্যেই অভিযোগ তুলেছে, ইতিহাস বিকৃতি ও বিভাজনের রাজনীতি ছড়াতেই বারবার এমন মন্তব্য করছেন বিবেক। এর আগে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা নিয়েও বিজেপি মিছিলে তাঁকে দেখা গিয়েছিল। সেই সময়ও প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন তিনি। এবার যখন মুর্শিদাবাদ জ্বলছে, ঠিক তখনই নিজের ছবির প্রচারের মাঝেই রাজ্যের পরিস্থিতিকে তুলে ধরলেন ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’-এর পরিচালক। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? নাকি ভবিষ্যতের এক সতর্কবার্তা? প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই।

চাকরি দুর্নীতি নিয়ে ফের রাজ্য সরকারকে বিঁধলেন দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষকদের আন্দোলন ঘিরে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। রবিবার একটি প্রতিবাদ মিছিল শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলীপ বলেন, ‘আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। কিন্তু শিক্ষকদের লড়াইটা জীবনের লড়াই।’ দিলীপের কথায়, ‘আজকের এই মিছিল আমরা করেছি বিজেপির পক্ষ থেকে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।’ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা আন্দোলনরত শিক্ষকদের সমর্থনে থাকা অসোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে দিলীপ বলেন, ‘জাস্টিস গঙ্গোপাধ্যায় এখনও এই লড়াইয়ে আছেন। তাঁকে কেউ কেউ কাপুরুষ বলছেন। কেউ তাঁকে জঙ্গি বলছেন।’ তাঁর অভিযোগ, ‘এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সভাপতিও চুপ, সিপিএম নেতা সেলিমও কোনও পদক্ষেপ করেননি। কারও কিছু বোঝার বা করার ইচ্ছে নেই।’ এরপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে তির ছুঁড়ে দিলীপ বলেন, ‘আজ এই শিক্ষকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, কারণ ‘মাস্টার’রা চুপ। আর সেই চুপ করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঁচানো হচ্ছে।

ভুয়ো ছবি ছড়াচ্ছে বিজেপি, পাল্টা পোস্ট তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্য রাজ্যের ছবিকে মুর্শিদাবাদের অশান্তির ছবি হিসাবে দেখানো হচ্ছে। বিজেপি-র ফেসবুক পেজের ছবি শেয়ার করে পাল্টা দাবি করল শাসকদল। তার আগেই অবশ্য রবিবার দুপুরে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সাংবাদিক বৈঠক করে এই অভিযোগই সামনে এনেছেন। কুণাল ঘোষ বলেন, ‘বিজেপি গন্ডগোলের ছবি দেখিয়ে মিথ্যা প্রচার শুরু করেছে। বিজেপি নেতারা তাঁদের সামাজিক মাধ্যমে যে ছবিগুলো পোস্ট করেছেন, সেগুলো মুর্শিদাবাদের এই ঘটনার নয়।’ কুণালের দাবি, ‘ছবি আইডেন্টিফায়েড হয়েছে, একটা লখনউয়ের ছবি, এনআরসি-র প্রতিবাদের, বাড়িতে আগুন লাগানোর আরেকটা ছবি জলন্ধরের, কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশের অন্য ঘটনার ছবি ছড়ানো হচ্ছে।’ কুণালের অভিযোগ, বাংলায় একটা বড় গন্ডগোলের প্রেক্ষিত তৈরি করার জন্য চেষ্টা চলছে। তৃণমূল কংগ্রেস তারপরই সামাজিক মাধ্যমে বিজেপি-র পেজে পোস্ট করা ছবি শেয়ার করে লেখে, ‘বিজেপি কেবলমাত্র এখন ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর কারখানায় পরিণত হয়েছে, যেখানে সত্যের কোনও মূল্য নেই, আর পরিণতির কোনও ভয় নেই। তারা শুধু সাধারণ মানুষের মৃতদেহের উপর রাজনীতি করতে চায়।’ সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল আবেদন করেন, ‘বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দেবেন না। মানুষের কাছে এটাই আবেদন।’ পাশাপাশি কুণালের আরও ভয়ঙ্কর অভিযোগ, বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে বাইরে থেকে হামলাকারীদের বাংলায় ঢুকিয়ে অশান্তি পাকাচ্ছে। অশান্তি পাকিয়ে আবার পাঠিয়ে দিচ্ছে। কারণ কুণালের দাবি, এখনও পর্যন্ত হামলাকারীদের কয়েকজন ধরা পড়লেও, মাস্টারমাইন্ডের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, ছবি-বিতর্কে এখনও পর্যন্ত বিজেপি নেতৃত্বের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্রীয় আইনকে অমান্য করার প্রশ্ন সংবিধান অনুযায়ী বিশ্লেষণ

রাজীব মুখোপাধ্যায়

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বক্তব্য রাখেন, সেখানে তিনি লেখেন ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রসঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, ‘এই আইন আমাদের রাজ্যে লাগু হবে না’। আর এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে, কেন্দ্রীয় আইনকে কি রাজ্য সরকার অমান্য করতে পারে? সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য ও কেন্দ্রের আইনি সম্পর্ক, রাজ্যের স্বায়ত্ত্বশাসন এবং কেন্দ্রীয় আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সব বিষয় বিশ্লেষণ করলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক সামনে আসে।

প্রথমত, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পৃথকভাবে নির্ধারিত। এটি ৭৩ নম্বর শিডিউল (ইউনিয়ন লিস্ট), ৭৪ নম্বর শিডিউল (স্টেট লিস্ট) এবং ৭৫ নম্বর শিডিউল (Concurrent List) এ বিভক্ত। কেন্দ্রীয় বিষয় (ইনিয়ন লিস্ট) এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারে। এর মধ্যে অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে, কারণ এটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। রাজ্য বিষয় (স্টেট লিস্ট) রাজ্য সরকার এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে, এর মধ্যে ধর্মীয় বিষয় বা ঐতিহ্যগত সামাজিক কাঠামো অন্তর্ভুক্ত নয়। অন্তর্বর্তী বিষয় (Concurrent List)-এখানে রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয়ই আইন প্রণয়ন করতে পারে, তবে যদি কেন্দ্রীয় আইন, রাজ্যের আইন বিরোধী হয়, তবে কেন্দ্রীয় আইন প্রাধান্য পায়। এই প্রেক্ষিতে, যদি কেন্দ্রীয় ওয়াকফ সংশোধনী আইন ইউনিয়ন লিস্ট-এর আওতায় পড়ে, তবে রাজ্য সরকার আইনটি কার্যকর করতে বাধ্য থাকবে।

দ্বিতীয়ত, সংবিধানের ১৩ তম ধারা কেন্দ্রীয় আইন বনাম রাজ্য বিরোধ সংবিধানের ধারা-১৩ তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যদি কোনো আইন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তবে সেই আইন অকার্যকর হবে। তবে, এমন অবস্থা যেখানে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় আইনকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়, সেখানে সেই আইনকে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা সরাসরি রাজ্য সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় আইন অমান্য করার বিষয়টি উত্থাপন করেছে, যা সংবিধানিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। রাজ্য সরকার ধারা ১৩ অনুযায়ী কোনো কেন্দ্রীয় আইনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, তবে সরাসরি আইনকে অমান্য করা সংবিধানিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের অবস্থান আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ এই ধরনের অমান্যতা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইনি সংঘর্ষের সৃষ্টি করতে পারে।

তৃতীয়ত, সংবিধানের ২৫৪ নম্বর ধারা কেন্দ্রীয় আইন এবং রাজ্য আইন বিরোধ। সংবিধানের ধারা ২৫৪ কেন্দ্রীয় আইন এবং রাজ্য আইনের সংঘাতের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ই কোনো বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়ন করে এবং সেই আইনগুলি একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে কেন্দ্রীয় আইনই প্রাধান্য পাবে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুসারে, রাজ্য সরকার যে কোনও কেন্দ্রীয় আইনকে রাজ্যে কার্যকর করতে অস্বীকার করতে পারে না, যদি সেই আইন সংবিধানের অধীনে ‘কেন্দ্রীয় বিষয়’ হিসেবে বিবেচিত হয়। সেক্ষেত্রে, কেন্দ্রের আইনকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যদিও রাজ্য সরকার তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যেতে পারে, তা সরাসরি অমান্য করা সংবিধান অনুযায়ী সঠিক নয়।

চতুর্থ, রাজ্য সরকারের অধিকার অধিকার বিরোধী আইন। সংবিধানের ধারা-৩২ Fundamental Rights এবং ধারা-২২৬ High Courts powers অনুযায়ী, রাজ্য সরকার কিংবা নাগরিকরা একটি আইনকে সংবিধান অনুযায়ী অসম্পূর্ণ বা বৈধ নয় বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে এই আইনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে (যেমন সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট) আবেদন জানাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী যদি দাবি করেন যে, ওয়াকফ সংশোধনী আইন রাজ্যের ধর্মীয় সংবিধান বা সংস্কৃতির জন্য ক্ষতিকর, তবে রাজ্য সরকারের উচিত ওই আইনটি সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা। তবে, এই আইনকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি অমান্য করার অধিকার সংবিধান দেয় না।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রীয় একতা এবং আইন শৃঙ্খলা ধারা-২৫৬ অনুযায়ী, রাজ্য সরকার কোনো কেন্দ্রীয় আইন অমান্য করলে তা রাষ্ট্রীয় একতা এবং আইন শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হল জনগণের নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং এই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় আইনও কার্যকর করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘এই আইন আমাদের রাজ্যে লাগু হবে না’ সংবিধান অনুযায়ী সঠিক নয়, কারণ রাজ্য সরকার সরাসরি কেন্দ্রীয় আইন অমান্য করতে পারে না। সংবিধানের ২৫৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় আইন যদি রাজ্যের আইন সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তবে কেন্দ্রীয় আইনই প্রাধান্য পাবে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় আইনকে কার্যকর করতে বাধ্য, তবে তারা সেই আইনকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার রাখে। এক্ষেত্রে, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় আইনটি সরাসরি অমান্য করার পরিবর্তে উচ্চ আদালতে আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে, যা সংবিধানিকভাবে সঠিক এবং শান্তিপূর্ণভাবে আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি করবে।

রাজ্যে আফস্পা’র দাবি বিজেপি সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ আইন সংশোধনের প্রতিবাদ ঘিরে হিংসার আগুনে জ্বলছে মুর্শিদাবাদ। ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের ওপর আস্থা না রেখে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানোর নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে, সেনাবাহিনীর ‘বিশেষ ক্ষমতা আইন’ (আফস্পা) জারির দাবি তুললেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো।

রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে পাঠানো এক চিঠিতে জ্যোতির্ময় লিখেছেন, ‘মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিকে উপদ্রুত ঘোষণা করে, সেখানে আফস্পা জারি করা হোক। এই এলাকাগুলিতে আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।’ তাঁর আরও দাবি, ‘বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাকে নিছক অরাজকতা বললেই কম বলা হয়। হিন্দুদের বাড়ি বেছে বেছে আক্রমণ করা হচ্ছে, সরকারি সম্পত্তি ও পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা চলছে। ওয়াকফ আইন সংশোধনের পর থেকেই এই হিংসা ছড়িয়ে পড়েছে, যা প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে সামনে এনে দিয়েছে।’

সোশ্যাল মিডিয়ায় জ্যোতির্ময়ের হুঁশিয়ারি, ‘বেঙ্গল বার্নিং। হিন্দুস ব্লিডিং। মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হিন্দুদের উপর হামলা, লুটপাট, খুন। তৃণমূলের তুষ্টিকরণ আইনশৃঙ্খলা ধ্বংস করেছে। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতো আজ বাঙালি হিন্দুরা শিকার হচ্ছে।’ চিঠিতে জ্যোতির্ময় লিখেছেন, ‘ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের ভীতিপ্রদর্শন, একঘরে করা এবং হিংসার মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, তার সঙ্গে ১৯৯০ সালের কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রস্থানকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে। এখনই কড়া পদক্ষেপ না নিলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। তবে এবার উপত্যকায় নয়, বাংলায়।’ আফস্পা আইন অনুযায়ী, উপদ্রুত এলাকায় সেনাবাহিনী বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার, তল্লাশি এবং প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের বিশেষ ক্ষমতা পায়। কাশ্মীর, মণিপুর, নাগাল্যান্ড-সহ বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যেই এই আইন কার্যকর রয়েছে। এই দাবিতে রাজ্য সরকারের প্রতিক্রিয়া তীব্র, রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘এগুলো এখন রাজনীতির সময় নয়। পুলিশ-প্রশাসন পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে। অপরাধী যে-ই হোক, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। বিজেপি শুধু ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে। এক দলের সর্বনাশ, তো অন্যের পৌষ মাস, সেটাই ওরা চায়।’

সম্পাদকীয়

পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করলে সরকারপোষিত স্কুলকেই অভিভাবকরা অগ্রাধিকার দেবেন!

বর্তমানে মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারেও সন্তানকে ইংরেজি মাধ্যম বেসরকারি স্কুলে পড়ানোর যে প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ সন্তানকে ভাল করে ইংরেজি শেখানোর আগ্রহ এবং সাধারণ ভাবে সরকারি স্কুলের পড়াশোনার মান ভাল নয়; এমন ধারণা। বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গে সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক স্কুল থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়া হয়। পরে ইংরেজি ফিরে এলেও বাম আমলের বেশ কিছু ইংরেজি পাঠ্যবই সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে, শিশু মনস্তত্ত্বের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে খেয়ালখুশি মতো রচিত হয়েছে। সেই তুলনায় বরং সিবিএসই বা আইসিএসই পাঠক্রমের বইগুলো শিক্ষাদানের পক্ষে অনেক বেশি কার্যকর। অন্যান্য বিষয়ের বইয়েরও অবস্থা একই রকম। কাজেই, সামান্য সঙ্গতি আছে এমন অভিভাবক মাত্রেই সন্তানকে বেসরকারি এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুলেই পড়াতে চান। আর, সরকারপোষিত স্কুলগুলি মূলত গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের স্কুল হয়েই থেকে যাচ্ছে। প্রচুর খরচ করে সন্তানকে যাঁরা বেসরকারি স্কুলে পড়াচ্ছেন, তাঁরা সন্তানের বাড়িতে পড়াশোনার বিষয়েও কড়া নজর রাখেন। অথচ, দরিদ্র পরিবারে স্বামী স্ত্রী উভয়কেই উদয়াস্ত গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা করতে হওয়ায় সন্তানের দেখভালের বিষয়টা ভয়ঙ্কর ভাবে অবহেলিত হয়। এমন অবস্থায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল না থাকায় সমস্যা আরও গুরুতর হয়েছে। গরিষ্ঠ অংশের পড়ুয়াদের মধ্যেই পড়াশোনা সম্পর্কে অনীহা তৈরি হচ্ছে এবং তা ক্রমশ অতিমারির মতো সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারপোষিত স্কুলগুলোতে শিক্ষক-সংখ্যা কমে যাওয়া, স্বল্প বেতনে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের দিয়ে পঠনপাঠনের কাজ চালানো, পরিকাঠামোর অভাব, অপরিচ্ছন্ন শৌচাগার ইত্যাদি। এ ছাড়া, সরকারি নির্দেশেই প্রতি বছর ভোট, স্বচ্ছতা অভিযান, পরিবেশ রক্ষার জন্য গাছ লাগানো ইত্যাদি হরেক শিক্ষা বহির্ভূত কাজের জেরে স্কুলের স্বাভাবিক পঠনপাঠন ব্যাহত হয়। ভোট, পুলিশক্যাম্প প্রভৃতির জন্য স্কুলভবন অধিগ্রহণ করার ফলেও ওই দিনগুলোতে ক্লাস বন্ধ থাকে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সরকারপোষিত স্কুলগুলোতে সমস্ত শূন্যপদে শিক্ষক শিক্ষাকর্মী নিয়োগ হলে এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে পারলে সরকারপোষিত স্কুলকেই অভিভাবকরা অগ্রাধিকার দেবেন। বেসরকারি স্কুলে ছাত্রভর্তির ঢল বন্ধ হলেই তারাও ফি বাড়াবে না।

শব্দবাণ-২৪৬

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■			
	■		■		■	
৬	৭		■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. শৈথিল্য দেখানো ৩. শ্যামল ৫. চাকর, ভৃত্য ৭. তুষার ৮. (আল.) উপকরণ ১০. ঘটনাস্থল বা আদালতে এজাহার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.স্থূলাঙ্গি ২. ভারী ৩. অকল্যাণ, অমঙ্গল ৪. পদবিবিশেষ ৬. অর্থাদির প্রাপ্তিস্বীকারপত্র ৯. জল।

সমাধান: শব্দবাণ-২৪৫

পাশাপাশি: ১. নিস্ত্রিংশ ৩. আচার ৪. নরম ৬. কবরী ৯. শায়িত ১০. লক্ষ্মীকান্ত।

উপর-নীচ: ১. নিরন্ন ২. শহর ৩. আধ্যাত্মিক ৫. মহব্বত ৭. বহাল ৮. অশান্ত।

জন্মদিন

আজকের দিন

বি আর আম্বেদকর

১৮৯১ *ভারতের সংবিধান প্রণেতা বি আর আম্বেদকরের জন্মদিন।*
১৯২২ *বিশিষ্ট সরোদবাদক আলি আকবর খানের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কুণাল গাঁজাওয়ালার জন্মদিন।*

ওপার বাংলার বাঙালির শুভ নববর্ষেই মৌলবাদীর অশুভ দৃষ্টি, ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ই এখন অমঙ্গলের!

স্বপনকুমার মণ্ডল

আসলে সে দেশে গত বছরের ৫ আগস্টে গণঅভ্যুত্থানে সরকার উৎখাতের পর থেকেই মৌলবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি নির্যাতন, তাঁদের উপরে নির্মম প্রাণঘাতী আক্রমণ,ধনসম্পতি লুট বা দেশছাড়া করার নিবিড় আয়োজনের মধ্যেই ক্রমশ সুস্পষ্ট হতে থাকে। তা যে সরকারের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া সেসব সম্ভব নয়,তা অচিরেই বেরিয়ে আসে। সেখানে বিশেষভাবে সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙালিদের প্রতি ধর্মীয় বিদ্বেষে মৌলবাদীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাপূরণের আয়োজন যেমন নির্যাতন ও আক্রমণ লুঠতরাজের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে,তেমনই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে তার ইসলাম ধর্মীয়করণের প্রয়াস জারি থাকে।

বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিতে যাও-বা অবশিষ্ট ছিল, তাও এবার চলে যাওয়ার পথে। ২০২৪-এর ৫ আগস্টে বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানে সরকারের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের বাঙালি সংস্কৃতির বিপন্ন অস্তিত্বে নতুন সংযোজন শুভ নববর্ষ উদযাপনেও ইসলামী বিধিনিষেধ আরোপ। যেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজিরে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ অস্তিত্ব তার সংস্কৃতিতে সারা বিশ্বের সমীহ আদায় করে নিয়েছে, আজ তা-ই উগ্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে মৌলবাদীদের আধিপত্য বিস্তারে ইতিহাসে আশ্রয় নিতে চলেছে। একে বাঙালির ইতিহাসের অভাব তার অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার সঙ্গে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসরঞ্জিত বাংলাদেশ গড়ে ওঠার প্রেক্ষিতে যে গৌরবান্বিত ইতিহাসের ধারা শুরু হয়েছিল,তাই আজ সেই ধর্মনিরপেক্ষ বাংলার সংস্কৃতিকে অস্বীকারের প্রবণতায় মৌলবাদীদের ধর্মান্ধতার শিকার হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে বাঙালির বর্ষবরণের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতিটি যে ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিধিনিষেধকে উপেক্ষা করে সবুজ ও সজীব হয় থাকবে না,তা অনেকের আতঙ্কিত মনে অনেক আগেই সাড়া দিয়েছিল। বাঙালির সাংস্কৃতিক সত্তায় বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের পরে তার বর্ষবরণের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি বিশ্ববাসীর সমীহ আদায় করে নেয়। সেই শুভ নববর্ষ উদযাপনেও মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষের ছায়া যে নেমে আসতে চলেছে,তাও অচিরেই প্রতিফলিত হল। সেখানে মৌলবাদীদের ধর্মীয় দৃষ্টির সংকীর্ণতায় শুধু সংখ্যালঘু হিন্দুদের অস্তিত্বকেই মুছে ফেলার আয়োজন চলে না, তাতে বাঙালির গড়ে তোলা ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতিকেও অস্বীকার করার প্রবণতা জারি। বাঙালির গড়ে তোলা ইতিহাসকেই মুছে ফেলার আয়োজনে বাংলা নববর্ষ উদযাপনও আজ মৌলবাদীদের শিকার।

আসলে সে দেশে গত বছরের ৫ আগস্টে গণঅভ্যুত্থানে সরকার উৎখাতের পর থেকেই মৌলবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি নির্যাতন,তাঁদের উপরে নির্মম প্রাণঘাতী আক্রমণ, ধনসম্পতি লুট বা দেশছাড়া করার নিবিড় আয়োজনের মধ্যেই ক্রমশ সুস্পষ্ট হতে থাকে। তা যে সরকারের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া সেসব সম্ভব নয়,তা অচিরেই বেরিয়ে আসে। সেখানে বিশেষভাবে সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙালিদের প্রতি ধর্মীয় বিদ্বেষে মৌলবাদীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাপূরণের আয়োজন যেমন নির্যাতন ও আক্রমণ লুঠতরাজের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে,তেমনই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে তার ইসলাম ধর্মীয়করণের প্রয়াস জারি থাকে। সেক্ষেত্রে দেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজাপার্বণ থেকে হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জাতীয় সংগীতের উপরেও অমান্য করার প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, দেশের সংবিধান সংশোধন বা বাতিল থেকে দেশের নাম পরিবর্তনেও মৌলবাদীদের আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গিও সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কাছে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে উৎখাতের পরেও সে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লিগের অস্তিত্বকে নিঃস্ব করে তোলার যুদ্ধংদেহি মনোভাব এখনও জারি আছে। সেক্ষেত্রে অবশ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের গোড়াপত্তন থেকে দেশের সংস্কৃতিতে সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙালির সম্পৃক্ততা মৌলবাদীদের কথায় ও আচরণেই প্রতীয়মান। যে ভাষা আন্দোলন আজ সে দেশের গর্বের সঙ্গে জড়িত সেই বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি প্রথম করেছিলেন একজন বাঙালি হিন্দু, তাঁর নাম ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আবার বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার নকশাও এঁকেছিলেন একজন বাঙালি হিন্দু, নাম শিবনারায়ণ দাস। সে দেশে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয় ইতিহাসের পরতে পরতে। সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করে মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষে ইসলামীকরণের প্রয়াস অত্যন্ত প্রকট ভাবে সক্রিয়। সেক্ষেত্রে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির অবসানের প্রতি যে সন্দেহের মেঘ সাধারণ মানুষের মনে জমা হয়েছিল,তা অচিরেই বৃষ্টিপাতে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, সন্দেহকেই সত্য করে তোলে। এবার বর্ষবরণ পালনে যে মৌলবাদীদের আঘাত নেমে আসবে,তা অনেকেই আগেভাগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। সেক্ষেত্রে বাঙালির নববর্ষ উদযাপনের বিশ্ববন্দিত ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ই মৌলবাদীদের কাছে অমঙ্গলের মনে হয়।

বাংলাদেশের অস্তিত্বের সঙ্গেও সে দেশের বর্ষবরণের ইতিহাসনন্দিত শোভাযাত্রা বিজড়িত। ১৯৮৯-এ অর্থাৎ ১৩৯৬-এর ১ বৈশাখে সামরিক শাসনের শিকলভাঙার ডাক দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ আয়োজিত ‘আনন্দ শোভাযাত্রা’ প্রথম শুরু হয়েছিল। ১৯৯৬-এ তার নামকরণ করা হয় ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’। বাঙালির ভাষা আন্দোলনের মতো তার বর্ষবরণও ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করে ২০১৬-র ৩০ নভেম্বর। বাঙালির সেই ধর্মনিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ই আজ মৌলবাদীদের কাছে অমঙ্গলের আধার হয়ে উঠেছে। এ বার ২০২৫ তথা ১৪৩২-এ বর্ষবরণে ‘মঙ্গল’ শব্দটাই মৌলবাদীদের কঠোর ইসলামী বিধিনিষেধে বাতিল হয়ে গেল। বর্ষবরণের নতুন নামকরণ করা হল ‘বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা’। নাম পরিবর্তনের বিষয়টিকে নববর্ষ-১৪৩২ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক তথা চারুকলা অনুষদের ডিন লঘু করার জন্য পুরনো নামকরণে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন। অথচ তাতে যে পুরনো ঐতিহ্যকেই ধরে রাখা গেল না, তা তার ইসলামী বিধিনিষেধের আওতায় সীমাবদ্ধ করার মধ্যেই প্রতীয়মান। যেখানে সকল বাঙালির সমবেত উদ্যোগে গড়ে তোলা ধর্মনিরপেক্ষ ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ সর্বজনীন আবেদনে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল,আজ তা-ই স্বদেশের সংখ্যালঘু বাঙালিদের কাছেই শুধু নয়,বিশ্বের আপামর বাঙালির মন ও মননেও বিচ্ছিন্নতাবোধ জাগিয়ে তুলছে। আনন্দ তো গ্রহণের আভিজাত্য মেলে,বর্জনে সংকীর্ণতায় মনের নিঃসঙ্গতাবোধে আনন্দ উবে যায়। সেদিক থেকে বর্ষবরণের শোভাযাত্রা আনন্দমুখর যে হতে পারে না,তা তার ধর্মীয় বিদ্বেষের বিভেদভাবনাতেই প্রতীয়মান। তাতে মৌলবাদীর জয়যাত্রা বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’কে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে যে ‘বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা’য় পৌঁছে বিজয়ী হতে পারবে না,তা সহজেই অনুমেয়।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

নতুন সময়ের কাছেও পুরাতনের শেখার আছে

শুভজিৎ বসাক

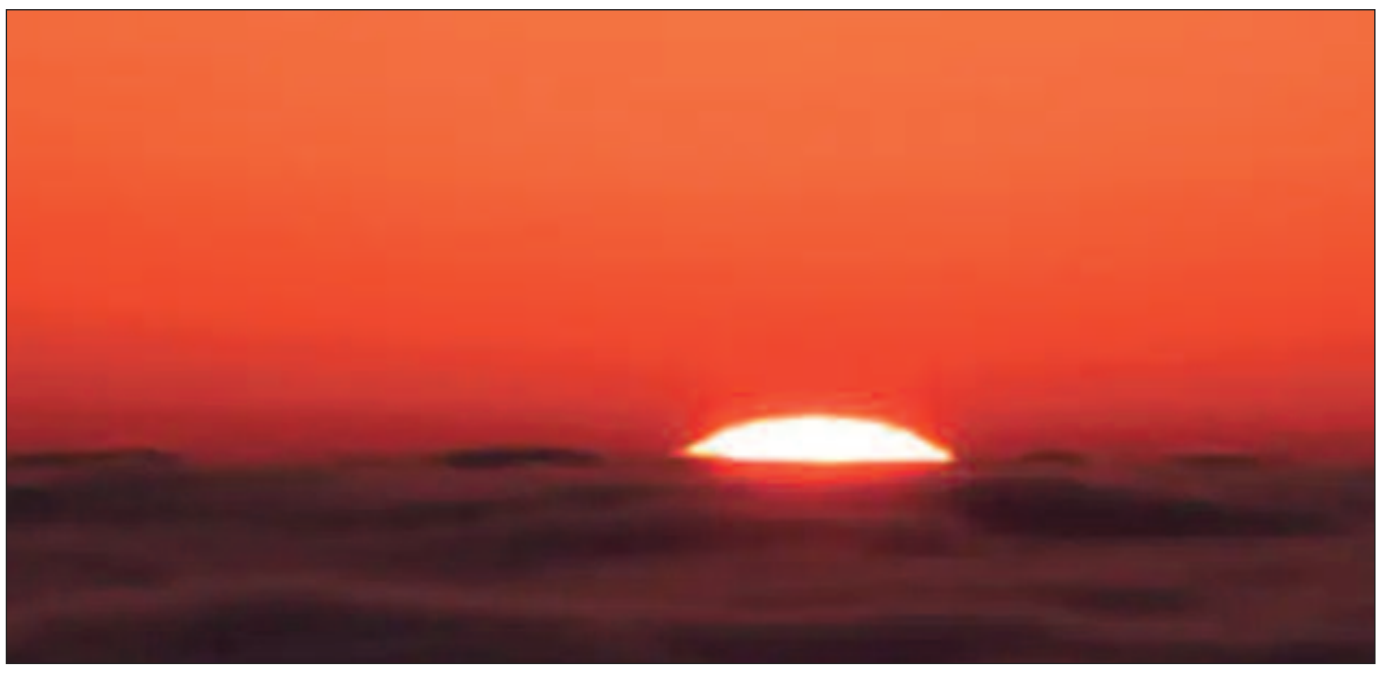

পয়লা বৈশাখ, বাঙালির আরও একটা নতুন বছর সময়ের আঙ্গিকে জীবনের পর্যায়ে জুড়ে গেল। এটা ১৪৩২ সন অর্থাৎ বিগত ১৪৩১ সনকে পুরাতন করে নতুন সময়ের আগমন হল। সময় পরিমেয় হয় তার দক্ষতাশীল, মানসিক রুচি ও মানসিক ভাবধারার পর্যালোচনার মাধ্যমে অর্থাৎ সময় নতুন হোক আর পুরানো কেউই আমাদের শিক্ষা না দিয়ে যায় না। আমার এক কলিগের সাথে ঘটে যাওয়া কয়েকদিন আগের ঘটনা এবং তার নাম তার অনুরোধে অপ্রকাশিত রাখা হল।

চাকরিক্ষেত্রে কিছুদিন সেই কলিগের সাথে তার আরও দুই কলিগের মধ্যে কাজের বিষয়েই কিছু কথপোকথন চলছিল। প্রসঙ্গত, আমার কলিগ তার কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র এবং বাকি দু'জনের মধ্যে কাজে যুক্ত হওয়ার ব্যবধান মাত্র একমাস আর দু'জনের পদ ও মাসিক আয়ও সমান। প্রথমে যে নিযুক্ত হয় সে কাজে বেশ কম পারদর্শী বা অদক্ষ এবং কোনওমতে নিজের সময়টা পার করে দিতে পারলেই বর্তে যায়। কর্মপরিসরের গুরুত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল নয়। আর যে একমাস পরে নিযুক্ত হয়েছে সে বেশ কর্মপটু, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও অল্পদিনেই কর্মরত বিভাগে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। আমার কলিগটি সেদিন কথপোকথনের সময়ে প্রথম নিয়োজিত তার কলিগকে মজার ছলেই বলে বসে যে তাকে পরে নিয়োজিত দক্ষ কলিগের থেকে আরও কিছু দক্ষতার পাঠ নেওয়া প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে সে একা থাকলেও যেন সমস্যার মুখোমুখি হতে না হয় আর এতেই কর্মরত সেই দু'জনের প্রথম নিয়োজিত কলিগটি সাথে সাথে বলে ওঠে যে সে নাকি আগে এসেছে ওদের মধ্যে তাই শেষে নিয়োজিত কলিগটির সামনে এমন মন্তব্য করা একদমই অনুচিৎ হয়েছে যা বলার আগে আরও ভাবার প্রয়োজন ছিল আমার কলিগের এমনই মন্তব্য ছিল তার যা শুনে আমার কলিগ রীতিমতো মনে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং সেই ঘটনার পরে আজ অবধি সেই অপারদর্শী কর্মী আমার কলিগের কাজে অনুশোচনার লেশমাত্র দেখায়নি যা বর্তমান কর্ম পরিসরের অহং বোধকে তো প্রকাশ্য করেই সাথে প্রকাশ্য করে জোর গলায় নিজের ভুল ঢাকার প্রবল প্রবণতাকে। প্রসঙ্গত, সর্বশেষ নিয়োজিত কর্মীটি তার ঠিক আগে নিযুক্ত সেই কর্মীকে বহুক্ষেত্রে সাহায্য করেছে যা এই মন্তব্য করার সময়ে মাথাতে অবধি তার আসেনি বা ইচ্ছাকৃত ভাবে উপেক্ষা করেছে।

প্রতিটি কর্ম পরিসরে সিনিয়র ও জুনিয়র দ্বন্দ্ব চিরকালীন কোথাও সেটা কম আর কোথাও বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিনিয়র কর্মীরা অপেক্ষাকৃত তার জুনিয়রদের প্রাপ্য সম্মানটুকু দেয় না, ভেবেই নেয় যে তারা যেহেতু পুরানো তাই সবকিছু সম্পর্কে দক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত নতুন হওয়ায় জুনিয়রদের থেকে শেখার বা জানবার কিছুই থাকে না। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে নতুন সময়, নতুন অভিজ্ঞতাকে সবসময়ে প্রাধান্য দিতে জানতে হয়, তাকে গ্রহণ করতে হয়। শেখার বা জানার মধ্যে কোনও সীমা নেই, তাতে লজ্জা থাকাও অপ্রত্যাশিত কারণ প্রতি মুহূর্তে মানুষ শেখার ও জানার অবকাশ পায়, কেউ সব জেনে বা শিখে কখনোই আসে না- সামগ্রিক এই বিষয়টিকে সাদরে গ্রহণ করতে জানতে হয়। আর যে ঘটনাক্রমে এই বিষয়টির উপস্থাপনা সেখানে পদমর্যাদা ও বেতন পরিকাঠামো ওদের দু'জনেরই সমান এবং নিয়মমাফিক একইসাথে পদোন্নতি হবে বিষয়টি নিশ্চিত তাহলে আগে বা পরে আসার ভাবনাটাই আসা বাঞ্ছনীয় নয়- এতে নিজের মধ্যে নতুন কিছু শেখার আগ্রহ নিম্নগামী হয় এবং এমন কর্মীরা তার সমতুল্যদেরও যথাযথ সম্মান দিতে জানে না। আবার এও সঠিক যে বর্তমান সময়ে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে নিযুক্ত অনেক জুনিয়রেরাই আমার কলিগের মত কর্মমনস্ক মানসিকতার মানুষের সাথে সঠিক আচরণ করে না যে বিষয়টি এই ঘটনার মাধ্যমে উঠে এসেছে যেখানে আগেই বলেছি আমার কলিগটি সেই কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও তার পরবর্তী নিযুক্ত কর্মীর তরফ থেকে ওই ঘটনার পরে কোনও অনুশোচনা প্রকাশিত হয়নি। সময় নতুন আসে, তাকে শুধু নতুন ক্যালেন্ডার আর মিষ্টির বাক্সের মাধ্যমেই উদযাপন করা আদর্শ শিক্ষার পরিচয় নয় বরং নতুন প্রজন্মের থেকে পুরাতনদের অনেক কিছু শেখাও সময়ের অঙ্গ তার ব্যতিক্রমে পতন অনিবার্য হয় সে যতই সম্মানীয় পদে আসীন থাকুক।

আনন্দকথা

লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।

''আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয় — সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না — এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম-রূপভেদ।

''যেমন 'জল' 'ওয়াটার' 'পানি'। এক পুকুরে তিন-চার ঘাট, একঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে 'জল'। একঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে 'পানি'। আর-এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে 'ওয়াটার'। তিন-ই এক, কেবল নামে তফাত। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা'; কেউ 'গড'; কেউ বলছে 'ব্রহ্ম'; কেউ 'কালী'; কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।''

কেশব (সহাস্যে) — কালী কতভাবে লীলা করছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন।

(কেশবের সহিত কথা — মহাকালী ও সৃষ্টি প্রকরণ)

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বনদপ্তরের কাঠ পরিবহণের গাড়ি আটকে সরকারি চালান ছিড়ে দুই বন কর্মীকে মারধর, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী রেঞ্জের দুই বন কর্মীকে বেধড়ক মারধর করল বেশ কিছু দুষ্কৃতী, ঘটনায় চারজন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। বনদপ্তর সূত্রে জানতে পারা যায়, সোনামুখী জঙ্গল থেকে কাঠ পরিবহণ করছিল বনদপ্তরের দুটি গাড়ি। হঠাৎ করেই ৪ জন দুষ্কৃতী সোনামুখী থানার দক্ষিণশোল জঙ্গল সংলগ্ন ভিমারার রাস্তায় বনদপ্তরের কাঠ পরিবহণ করার গাড়ি দুটিকে আটকায় এবং তাদের কাছ থেকে টাকা চাওয়া হয়। টাকা না পাওয়ায় দীর্ঘক্ষণ তারা গাড়ি দুটিকে আটকে

রাখে। দুষ্কৃতীরা বনদপ্তরের গাড়িতে থাকা দুটি সরকারি চালান ছিড়ে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দুই বন কর্মী। এরপর এই দুই বনকর্মী ঘটনার প্রতিবাদ করায় বনদপ্তরের দুই কর্মীকে দুষ্কৃতীরা বেধড়ক মারধর করে। এরপরেই খবর পেয়ে সোনামুখী রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার তড়িঘড়ি খবর দেয় সোনামুখী থানায়। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সোনামুখী থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ আর দু'জন অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। আহত দুই বন কর্মীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলে। পরে সোনামুখী থানা পুলিশ বামিরা থেকে আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গঙ্গাধর ঘোষ, সুভাষ রায়, সৌমেন মুখোপাধ্যায়, বিকাশ বাউড়ি নামের এই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায় প্রত্যেকেরই বাড়ি সোনামুখী থানা এলাকায়। ধৃত চার অভিযুক্তকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় সোনামুখী থানা পুলিশ, মহামান্য আদালত চার অভিযুক্তের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়। বনদপ্তরের দাবি, অভিযুক্তরা বনদপ্তরের বিভিন্ন কাজে বাধা সৃষ্টি করে যেমন হাতির গতিপথে তারা বাধা সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ করে থাকে তারা।

ভোটার তালিকার সংশোধন নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন বিধায়কের

অনুপস্থিত বহু নেতা-কাউন্সিলর, তবে কি গোষ্ঠীকোন্দল?

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের দাবি, কোনও দলাদলির প্রশ্নই নেই। যাঁরা আসতে পারেননি, ব্যক্তিগত কাজ ছিল। কিন্তু অনুপস্থিত নেতাদের একটা অংশের দাবি, এই মিটিংয়ের ১৫-২০ মিনিট আগে ফোন করে বলা হয়েছে, চলে আসতে। এ ভাবে কারও পক্ষেই যাওয়া সম্ভব নয়। ভোটার তালিকার সংশোধন নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। রবিবারের সেই শিবিরে দেখাই গেল না এলাকার একাধিক নেতা-কাউন্সিলরকে। ছিলেন না জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁইন, জেলা যুব সভাপতি শুভদীপ মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস, উত্তরপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল, রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কেষ্ট মণ্ডল-সহ একাধিক জন। অনুপস্থিত নেতারা জেলার পোড়খাওয়া মুখ। সংগঠনে তাঁদের প্রভাব নেহাত কম নয়। স্বভাবতই তাঁদের এই অনুপস্থিতি প্রশ্ন তুলছে, তবে কি এখানেও গোষ্ঠীকোন্দল?

ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা নাম বাদ দেওয়ার কাজ কীভাবে করতে হয়, তার জন্য তৃণমূল তাঁদের বুথস্তরের এজেন্টদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। রাজ্যজুড়েই তা হচ্ছে। এদিন উত্তরপাড়া বিধানসভা এলাকায় তেমনই প্রশিক্ষণ শিবির ছিল। কিন্তু সেখানে দলের একটা বড় অংশের নেতাদের অনুপস্থিতি প্রশ্ন তুলে দিল কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় নিয়ে। প্রশিক্ষণ শিবিরের সামনে এসেও এদিন ফিরে যান উত্তরপাড়ার উপপুরপ্রধান খোকন মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, 'কেন এত জন এলেন না, সেটা ভাবার বিষয়। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির। সকল নেতা-কর্মী মিলে একাজ করার কথা।

কোন্নগর পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুভাশিস চৌধুরী বলেন, একেবারে শেষ মুহূর্তে বিধায়ক ফোন করেছিলেন। আমি বললাম, কী নিয়ে মিটিং সেটাই জানি না। ১১টায় মিটিং। অথচ ফোন এল সাড়ে ১০টা পৌনে ১১টা নাগাদ। আজ আমাদের নীল ষষ্ঠীর পুজো। গঙ্গার ঘাটে প্রচুর ভিড়। আমরা তা নিয়ে ব্যস্ত। অন্য কাউন্সিলাররাও ব্যস্ত। আর ভোটার লিস্ট সংশোধন শুনছি দলের কাউন্সিলারদের বাদ দিয়েই হবে। এখানে দল যা ঠিক করবে, তাই হবে। যদি কখনও মনে হয় আমাদের কাজে লাগবে, আমরা সব সময়েই আছি।'

বিষয়টি যে অনুপস্থিত নেতারা খুব ভালো ভাবে নেননি, তাঁদের বক্তব্যে তা স্পষ্ট। যদিও কাঞ্চন মল্লিককে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এ নিয়ে আমি কিছু বলব না। সকলকেই জানানো হয়েছে। নিশ্চয়ই না আসার কোনও কারণ থাকতে পারে।

৩২৬ তম খালসা সাজনা দিবস পালিত হল গুরুদুয়ারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ৩২৬তম খালসা সাজনা দিবস পালিত হল পানাগড় বাজারের গুরুদ্বারে। প্রতিবছরের মতো এ বছরও সকাল থেকেই গুরু দুয়ারে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সকল ধর্মের মানুষের জন্য খোলা হয় লঙ্গর। এবছর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি গুরুদুয়ার প্রাঙ্গণে খোলা হয় রক্তদান শিবির। যেখানে ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। গুরুদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, ৩২৬ তম খালসা সাজনা দিবস উপলক্ষে তাদের এই উদ্যোগ। এদিন গুরুদুয়ারে সকল ধর্মের মানুষ আসেন এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। হিন্দু মুসলিম সকলেই এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিন পানাগড়ের বাসিন্দা হরজিত সিং এই রক্তদান শিবিরে এসে রক্তদান করেন তার স্ত্রীকে নিয়ে। তার স্ত্রী এই নিয়ে ১৩ বার রক্তদান করলেন। তার পাশাপশি তিনিও এদিন রক্তদান করেন। তার দাবি, এই নিয়ে তিনি ৩৩ বার রক্তদান করলেন।

বিপদজনকভাবে ঝুলে থাকা ভাঙা ব্রিজ মাটি দিয়ে সংস্কার হওয়ায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর ব্লকের দ্বারিকা গোসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষপল্লি গ্রাম পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে বিড়াই নদী। এই নদীর বন্যার জলে বিড়াই নদীর ওপরে থাকা কংক্রিটের ব্রিজ ভেঙে পড়েছিল। ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল এতদিন ব্রিজ আর তার মধ্যেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হত সাধারণ মানুষকে। একাধিকবার প্রশাসনিক আধিকারিকরা পরিদর্শনে গিয়েছেন সেই ব্রিজ। প্রায় দু'বছর হতে চলল এখনো মেরামত করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে সুভাষপল্লি গ্রামের পাশেই ঐতিহাসিক ষড়েশ্বরের গাজন শুরু হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই এই ব্রিজ দিয়ে বছরের অন্যান্য সময় যত সংখ্যক মানুষ পারাপার করত তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেড়েছে এই ব্রিজের ওপর

যাতায়াত। ঝুলন্ত এই ব্রিজ দিয়ে মোটরসাইকেল ও টোটো পারাপার করা সম্ভব হত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। কিন্তু কোনও চার চাকা বা অ্যাম্বুল্যান্স পার করা যেত না। এবার মাটি, বাঁশ খোঁটা দিয়ে কংক্রিটের এই ব্রিজ সংস্কার করা হয়েছে। চরম সমস্যায় ও আতঙ্কে এলাকার মানুষ। এই ব্রিজটার ওপর নির্ভর করে রয়েছে তিন থেকে চারটি গ্রামের মানুষ, কৃষি প্রধান এলাকার মানুষজনের কৃষিজাত পণ্য নিয়ে যেতে হয় ঘুর পথে ফলে চরম সমস্যায় রয়েছে এলাকার কৃষকরা।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির পিছনে ঢুকল ছোট গাড়ি, মৃত ১, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: রবিবার দুপুরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসিতে। এদিন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ছোট গাড়ি লরির পিছনে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। গুরুতর আহত হয় আরও ৩ জন। ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্গাপুরগামী রাস্তায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গলসি থানার পুলিশ পৌঁছয়। স্থানীয়দের সঙ্গে পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ও একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে দুর্গাপুরগামী রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ লরি ও ছোট গাড়ি দুটিকে অন্যত্র সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর

১২টা নাগাদ রাস্তার মাঝে একটি লরি আচমকা ব্রেক করলে পিছনে থাকা একটি ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা লরির তলায় ঢুকে পড়ে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিকট শব্দ শুনে সকলেই ছুটে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করার সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এক মহিলা সহ আরও দু'জনকে উদ্ধার করা হলেও চালক গাড়ির ভিতরে আটকা পড়ে। পরে পুলিশ ক্রেনের সাহায্যে গাড়িটিকে টেনে বাইরে বের করলে সেখান থেকে লোহার বস্তু দিয়ে ছোট গাড়ির সামনের অংশ সোজা করে চালককে বের করা হয়। ৪ জনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

বাস চালককে মরণোত্তর সম্মান প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বাস চালকদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উঠেছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচলতি মানুষকে বাসের চাকায় পিষে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে বহুবার। এবার এক অন্য ছবি ধরা পড়ল। বাস চালক, নিজের অসুস্থতাকে পরোয়া না করে যাত্রী বোঝাই বাসকে নিরাপদ জায়গায় দাঁড় করিয়ে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। এমন এক বাস চালক ভোলানাথ ঘোষকে মরণোত্তর সম্মান ও পরিবারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন বারাসাত সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত।

বারাসাত সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র র অন্তর্ভুক্ত বারাসাত বারুইপুর বাস শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিক সংগঠনের চালক সদস্য স্বর্গীয় ভোলানাথ ঘোষ গত ২৮ মার্চ ২০২৫ তারিখে কর্মরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয় এবং বাসের সকল যাত্রীদের জীবন রক্ষা করে বাসটিকে নিরাপদ স্থানে রাখেন। এই কাজ করতে গিয়ে ভোলানাথ ঘোষের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে চালকের সিটে বসেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাকে সম্মান জানাতে রবিবার বারাসাত তিতুমীর বাস টার্মিনাস প্রাঙ্গণে ভোলানাথ ঘোষের স্মরণে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চাকরিহারা আন্দোলনরত শিক্ষিকদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কয়েক দফা দাবিতে কাঁকসা থানায় ডেপুটেশন দিল কংগ্রেস কর্মীরা। রবিবার সকালে কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেস কর্মীরা কাঁকসা থানায় বিক্ষোভ দেখান। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পূরব ব্যানার্জি, কংগ্রেস নেতা মোজাম্মেল হক, ধর্মেন্দ্র শর্মা, জেলার নেতা দেবাশিস বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। এদিন থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপশি কাঁকসা থানার আইসির কাছে কয়েকদফা দাবিতে ডেপুটেশন দেন কর্মীরা। কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পূরব ব্যানার্জি জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে গিয়েছে। সেই শিক্ষকদের মধ্যে যারা যোগ্য, সেই যোগ্য শিক্ষিকরা চাকরি ফেরতের দাবিতে যখন আন্দোলন করছেন তখন তাদের উপর নির্মমভাবে পুলিশ

লাঠি চালিয়েছে। তাদের একটাই দাবি তাদের চাকরি ফেরত দেওয়া হোক। সেই আন্দোলনরত শিক্ষিকদের পাশে তারা আছেন। এছাড়াও রাজ্যে বর্তমানে যেভাবে সাম্প্রদায়িক অশান্তি শুরু হয়েছে। সেই অশান্তি যাতে দ্রুত বন্ধ হয়।

রহস্যজনক বস্তু ঘিরে বোমাতঙ্ক সমুদ্রগড় স্টেশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রবিবার সন্দেহজনক বস্তুকে ঘিরে বোমাতঙ্ক ছড়ায় সমুদ্রগড় স্টেশন চত্বরে। এদিন সমুদ্রগড় রেল স্টেশনের ৪ নম্বর প্লাটফর্মের একটি নিকাশি নালার ভেতর রহস্যজনক বস্তুকে ঘিরে রবিবার সকাল থেকেই বোমাতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। কাটোয়া ব্যান্ডেল রেল লাইনের সমুদ্রগড় স্টেশনের জল নিকাশি নালায় থাকা রহস্যজনক বস্তুটি প্রথমে নজরে আসে পথচলতি মানুষের। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় সেটি একটি সকেট বোমা। খবর পেয়ে জিআরপি থানা এবং স্থানীয় নাদনঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। রহস্যজনক বস্তুটি কি তা সঠিকভাবে ধারণা করতে পারেনি পুলিশ। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ বোম স্কোয়াডের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুটি সকেট বোমা উদ্ধার করে। বোমা দুটি নষ্ট করার জন্য তারা ফাঁকা মাঠে নিয়ে যান। সেখানে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়।

ভুয়ো পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা। লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে শ্রীঘরে প্রতারক ভুয়ো পুলিশ অফিসার সাবির শেখ। গত ছয়মাস যাবত চারঘাট এলাকায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে পুলিশ অফিসার পরিচয় দিয়ে স্বরূপনগরের বিভিন্ন এলাকায় বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগ। চাকরি দিতে না পারায়, চাকরি প্রার্থীর শনিবার তার বাড়িতে টাকা ফেরত চাইতে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে। মারধর করে তুলে দেয় স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই ভুয়ো পুলিশের নাম সাবির শেখ, তার বাড়ি বনগাঁ পাইকপাড়ায়। রবিবার তাকে বসিরহাট আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরে সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাব এমন একটি সংস্থা তিনি ডাক্তারদের দিয়ে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। ডাক্তারদেরকেও ধন্যবাদ জানাব তারা তাদের মূল্যবান সময় বাঁচিয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। সব রোগীরা যাতে সুষ্ঠু চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে সুস্থ হন আমরা সেই চেষ্টা করব। রবিবার প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এসে এমনই মন্তব্য করেন বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত পুরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজন করা হল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে সুপার ডক্টর সুব্রত মণ্ডল, বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার সহ বিশিষ্ট ডাক্তাররা।

রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: রবিবার হাওড়ার জয়পুর থানা এলাকার খালনায় অনুষ্ঠিত হল কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবির। এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কংগ্রেসের সহ সভাপতি অসিত মিত্র, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সহ সভাপতি হাফিজুল রহমান, শম্ভুনাথ ঘোষ, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক সুপ্রিয় ঘোষ, যুব কংগ্রেসের আলি আসলাম,অমরাগোড়ী অঞ্চল কংগ্রেসের সভাপতি রমিজুল হক প্রমুখ। এদিন এক কংগ্রেস অভিষেক হাজরা নামের এক কর্মীর আকস্মিক মৃত্যুতে তার প্রতি শোক জ্ঞাপন করতে কালো ব্যাজ পরেন কংগ্রেস কর্মীরা। মহিলা নেত্রী অপর্ণা রায় সকলে বরণ করে নেন।

বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: রবিবার হাওড়া বাগনান থানা এলাকার নবারুণ ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির। এই স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার নামী চিকিৎসকরা চিকিৎসা পরিষেবা দেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি শেখ লুৎফর, সম্পাদক শেখ সাফিউদ্দিন সহ। এই স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে উপকৃত হন প্রায় হাজার খানেক মানুষ। বিনা ব্যয়ে অনুষ্ঠিত হয় সিভিটি চোখ পরীক্ষা, হার্ট, সুগার, প্রেসার সমস্ত কিছু পরীক্ষা হয় এদিন।

BERABERI GRAM PANCHAYAT
Habra- II Development Block Village +PO. Sabdalpur, North 24 Parganas.

NOTICE INVITING E-TENDER

NIT No.: 210/BGP-15th FC/25
Dated- 11/04/2025
E- Tender ID: 2025_ZPHD_ 803025_ 1
Critical Date
Bid Submission Date- **11/04/2025,** Bid Submission end Date-**23/04/2025,** Bid Opening Date- **25/04/2025**
Sd/- **Prodhan**
Beraberi Gram Panchayat

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহীদ সূর্য সেন রোড
পোস্ট- বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল- cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/গণকে আহ্বান জানিয়ে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক উক্ত বিজ্ঞপ্তি(সমূহ)-র তারিখ/বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর ফেরত পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও কমনভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে উল্লিখিত তারিখে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্টের নাম খ) শাখার নাম	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স ইরান এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- মহঃ ইয়ারুল ইসলাম** পিতা-খোসবার আলী **জামিনদার :** পাপ্পু আহমেদ পিতা- মহঃ ইয়ারুল ইসলাম খ) **কাতালামারী শাখা**	মৌজা বাবুলতলী, জেএল নং ৮৩, প্লট নং ৪৩৩ (এলআর এবং আরএস), পুরাতন এলআর খতিয়ান নং ৫৮৮, নতুন এলআর খতিয়ান নং ১১৫০৮ তে অবস্থিত বি+২ তলা বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলাকার পরিমাপ ০.৯৫৮ ডেসিমেল (এল.আর. রেকর্ড অনুসারে ০.৯৬ ডেসিমেল), জমির ধরণ-বাণিজ্যিক, রানীনগর -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা - রানীনগর, জেলা - মুর্শিদাবাদ এদিএসআর গোয়াসে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ৫২১৩/২০১২ এবং ডিএসআর-১ মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ৮৩১০/২০২২। **স্বত্বাধিকারী-মহঃ ইয়ারুল ইসলাম,** পিতা- খোসবার আলী, গ্রাম-মালিপাড়া, পোস্ট-শেখপাড়া, কাতলামারী, রাণীনগর- ২, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৮। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - জয়দেব সাহা, দক্ষিণে- ইমাদাদুল হকপূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে - আব্দুল মালেক সরকার দ্বারা।	ক) **১৭.০৯.২০২৪** খ) **০৮.০৪.২০২৫** গ) **২৪,৯৬, ৫৩৯.৬৪ টাকা (চব্বিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা মাত্র) ৩১/০৮/২০২৪** অনুযায়ী ৩১/০৮/২০২৪ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ এবং তদুপরি সুদ।

তারিখ: ০৮.০৪.২০২৫
স্থান: পোস্ট- শেখপাড়া, থানা- রাণীনগর, জেলা- মুর্শিদাবাদ

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI

এসবিআই বাঁশবেরিয়া শাখা (০৫৯১৯)
৪৫ রুদ্র মেন রোড, বাঁশবেরিয়া, হুগলি
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৫০২ ই-মেল - sbi.05919@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : অরূপ অধিকারী, ই-মেল আইডি : cmcrnpar5.zohow@sbi.co.in মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭৫০৯৭১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.০৪.২০২৫
নিলামের সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়লব্ধ সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
শ্রী অজয় লাল ব্যান্ডেল বাজার, বান্ডেল, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৩। **শ্রীমতি রিমি লাল** স্বামী অজয় লালা, ব্যান্ডেল বাজার, বান্ডেল, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৩।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১, তিনতলায় পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫৮.৪৬ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া ৬২৩.৭২ বর্গফুট বিভূতি অ্যাপার্টমেন্ট নামক ভবনে, আরএস খতিয়ান নং ২৯৩, আরএস দাগ নং ১৫৪, এলআর খতিয়ান নং ২৫৭৫, এলআর দাগ নং ১৯০, মৌজা র মানসপুর, জেএল নং ০৪, অবস্থিত কাজিডাঙ্গা, দেবানন্দপুর জিপি অধীন, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৩, দলিল নং ১-৫১৫৯-/ ১৫, তারিখ ৬ নভেম্বর ২০১৫। সম্পত্তি শ্রী অজয় লাল এর নামে। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	**১৬,৭৫,৫৫১.৪১ টাকা (ষোলো লাখ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশ একান্ন টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) ২৫.০৯.২০২৪ অনুযায়ী,** তদুপরি অতিরিক্ত সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় সহ **পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৩.০৪.২০২৫**	**১৩,২০,০০০.০০ টাকা** **১,৩২,০০০.০০ টাকা** **১০,০০০.০০ টাকা**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://ebkray.in** এবং/বা **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ১৪.০৪.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

নীল ষষ্ঠীতে তারকেশ্বর মন্দিরে ভক্তদের সমাগম, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: চৈত্র মাসের শেষ দিন সংক্রান্তির আগের দিন নীল ষষ্ঠী। এদিন মহিলারা সন্তানের মঙ্গল কামনায় নীলের উপোস করেন শিবের মাথায় জল ঢালেন। এই উপলক্ষ্যে তারকেশ্বর মন্দিরে রবিবার সকাল থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্তদের সমাগম ভিড় উপচে পড়েছে। কোন কোন ভক্ত বাঁক নিয়ে জল ঢালতে বাবার মাথায় তারকেশ্বর মন্দিরে পৌঁছে গিয়েছেন। প্রচুর ভক্ত মন্দিরের পাশে দুধ পুকুরে স্নান করছেন, তারপর ঘটে জল নিয়ে বাবার মাথায় জল ঢালার অপেক্ষায়

মন্দিরের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন অগণিত ভক্তরা। জানা গেল এই দিনে শিব পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। সেই জন্য নীল ষষ্ঠী বলে অধিক রাতে হরপার্বতীর বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। তারকেশ্বর মন্দিরে এই সময় মন্দিরের মহন্ত মহারাজ উপস্থিত থাকবেন। এই প্রসঙ্গে মন্দিরের পুরোহিত কমিটির সদস্য জানিয়েছেন, এই দিন হরপার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। সেই জন্য নীল ষষ্ঠী বলে এবং আরেকদিকে মহিলারা নীলের উপোস করেন সন্তানের মঙ্গল কামনায় শিবের মাথায় জল ঢেলে পুজো করেন। অন্যদিনের তুলনায় মন্দির খোলা থাকবে অনেকক্ষণ। নীল ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রায় এক সপ্তাহের মেলা চলছে। গাজন সন্ন্যাসীরা এই সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন পুজোর সময় তারা উপস্থিত থাকবেন। দূর দূর থেকে ভক্তরা এসেছেন এদিকে মেলা উপলক্ষ্যে তারকেশ্বর পুরসভা মেডিক্যাল ক্যাম্প করেছে। রাস্তার ধারে ভক্তদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে প্রচুর পুলিশ দেওয়া হয়েছে।

হাসনাবাদে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন, গ্রেপ্তার নাবালক পিসতুতো দাদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বছর ছয়ের শিশু কন্যাকে খুন করে পুকুরে পুঁতে দিল নাবালক পিসতুতো দাদা। গ্রেপ্তার নাবালক। তদন্তে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। অভিযুক্ত নাবালক ছাত্রকে নিয়ে পুলিশ খুনের পুনর্নির্মাণ করল গ্রামে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার হাসনাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের রামেশ্বরপুর মনোহরপুর গ্রামে। মৃত নাবালিকা প্রথম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। গতকাল শনিবার পিসির বাড়ি যাওয়ার নাম করে ডেকে নিয়ে যায় পিসির ছেলে বছর ১৪ এর অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তারপর থেকে আর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি ওই ছাত্রীর। বাবা-মা সহ পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করলে তার খোঁজ মেলেনি। সন্দেহ হয় সম্পর্কে পিসতুতো দাদার উপর। হাসনাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জন্য অভিযুক্ত নাবালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। জেরায় সেই স্বীকার করে বাড়িতে কেউ ছিল না সেই সুযোগে ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করে বাড়ির পিছনে পুকুরে পুঁতে দেয়। পুলিশ গিয়ে পুকুর থেকে ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য প্রথমে টাকি গ্রামীণ হাসপাতাল তারপর বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যে নাবালককে সঙ্গে নিয়ে ওই এলাকায় নিয়ে গিয়ে সে কিভাবে খুন করেছে তার একটা পুনর্নির্মাণ করেন হাসনাবাদ থানা পুলিশ। এই খুনের পিছনের কারণ কি? দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ঝামেলা গন্ডগোল? জমি বিবাদ? না অন্য কিছু ঘটনা লুকিয়ে রয়েছে তা খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমিতে রেলের দাবিতে রেল মন্ত্রীকে চিঠি খানাকুলবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভারতের প্রথম রেলযাত্রী রাজা রামমোহন রায়। ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ রাজা রামমোহন রায়। অথচ তাঁর জন্মভূমি খানাকুলে আধুনিকতার কোনও ছোঁয়া নেই। আধুনিক যুগেও রেল যোগাযোগ না থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছে আরামবাগ মহকুমার খানাকুলবাসী। এবার তাই খানাকুলের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সরাসরি ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে আবেদন পত্র পাঠালেন। 'সেভ খানাকুল সোসাইটি'র পক্ষ থেকে খানাকুলের প্রায় দশ হাজার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত পরিকল্পনা সহ আবেদন পত্র ভারতীয় রেলের রেলমন্ত্রী সহ পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে প্রেরণ করা হয় আবেদন পত্র। খানাকুলের বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে গঠিত সেভ খানাকুল সোসাইটি। এই সোসাইটির দাবি, ভারতের স্বাধীনতার পর থেকেই খানাকুল পিছিয়ে রয়েছে। অথচ বহু গুণিজন খানাকুলে জন্মগ্রহণ করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। রাজা রামমোহন রায়ের মতো মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন। যিনি ভারতকে আধুনিকতার পথ দেখিয়েছেন। অথচ তার জন্মস্থানের সঙ্গে রেল যোগাযোগ নেই। নেই কোনও জাতীয় সড়ক। এই রকম এক পিছিয়ে পড়া বিধানসভার উন্নয়নের জন্য রেল যোগাযোগ খুব জরুরি। সেভ খানাকুল সোসাইটির পক্ষ থেকে খানাকুলকে রেল মানচিত্রে যুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীকে আবেদন করা হয়। এই বিষয়ে খানাকুলের বিশিষ্ট শিক্ষক অমিত আঢ্য বলেন, খানাকুলে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম। তিনি ভারতের প্রথম রেলযাত্রী। অথচ সেখানকার মানুষ রেলে চাপতে পারছে না। খানাকুলের সঙ্গে রেল যোগাযোগ খুবই প্রয়োজন। তাই ভারতের রেলমন্ত্রীর কাছে আবেদন করা হয়েছে। অপরদিকে রমেশ দোলুই নামে খানাকুলের এক বাসিন্দা বলেন, খানাকুল সবদিক থেকে পিছিয়ে আছে। খানাকুলের উন্নয়নের জন্য রেল যোগাযোগ খুব জরুরি।

নববর্ষের উপহারে অভিনব উদ্যোগ পুরপিতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ডিজিটালাইজেশনের যুগে নববর্ষের প্রাক্কালে অভিনব উপহার পুরপিতার। প্রযুক্তির যুগে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে হালকাতা, বাংলা ক্যালেন্ডার, পঞ্জিকা। বাংলার সেই পুরনো ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নতুন বছরের উপহার তুলে দিলেন বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা। দীর্ঘ বছর ওয়ার্ডটি বামেদের দখলে থাকায় উন্নয়ন ও বাংলার ঐতিহ্য হারাতে বসেছিল। গত পুর নির্বাচনে ওয়ার্ডবাসী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকের উপর ভরসা রেখেছেন। দায়িত্ব পেয়েই উন্নয়ন, পরিষেবা ও একের পর এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়ে মানুষের ভালোবাসা কুড়িয়েছেন চিকিৎসক পুরপিতা। এবারও এক অভিনব উদ্যোগ। বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ধারা মেনেই নববর্ষের প্রাক্কালে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাংলা ক্যালেন্ডার, পঞ্জিকা উপহার ও শুভেচ্ছা বার্তা দিলেন পুরপিতা। সঙ্গে প্রতিশ্রুতি নববর্ষের দিনে মিষ্টি মুখের। সুমিত কুমার সাহা বলেন, আমাদের দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের সহায়তায় সর্বদাই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নেন। তাঁকে অনুসরণ করেই এই উদ্যোগ নিয়েছি। পুরোটা না হলেও বাংলার সেই স্মৃতি কিছুটা যদি ফিরিয়ে আনা যায় সেই চেষ্টা করেছি।

ঝড় এবং দফায় দফায় শিলাবৃষ্টির জেরে আমচাষে ক্ষতির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শনিবার মধ্যরাত থেকে লাগাতার ঝড় এবং দফায় দফায় শিলাবৃষ্টির জেরে মালদার বিভিন্ন বাগানগুলির গাছ থেকে ঝরে পড়ল ছোট ছোট আম। আর এই ঝড় বৃষ্টির জেরে প্রথম পর্যায়ে ক্ষতির আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন আমচাষিরা। শিলাবৃষ্টির কারণেও আমে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বলেও দাবি করেছে আম চাষিরা। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত আম চাষিদের সরকারিভাবে সহযোগিতারও দাবি তোলা হয়েছে। শনিবার রাত তিনটে থেকে এক ঘণ্টা ধরে অঝোরে বৃষ্টি হয় মালদা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায়। তার মধ্যে শিলাবৃষ্টিতে এই আমের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন আম চাষিরা। তাঁদের বক্তব্য, এখন গাছে আম ছোট অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু শিলাবৃষ্টির জেরে আমে হয়তো কালো ক্ষত দাগে পরিণত হবে। পাশাপাশি ঝড়ের মধ্যে বিভিন্ন বাগান গুলিতে বিপুল পরিমাণ আমও ঝরে পড়েছে। এবছর প্রথম থেকে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে বিপুল পরিমাণ আম উৎপাদনের আশঙ্কা করছিলেন চাষি এবং ব্যবসায়ীরা। কিন্তু আচমকা এদিনের মধ্যরাতের ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতেই নতুন করে দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে মালদার আম চাষিদের। জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর মালদা জেলায় ৩৩ হাজার হেক্টর জমি জুড়ে আম চাষ হয়েছে। এবারে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদনে সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এদিনের ঝড় এবং শিলাবৃষ্টিতে বেশ কিছু এলাকার বাগানগুলিতে আমের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা করা হচ্ছে। রবিবার নিজের বাগানের ঝড়ে পড়া আম দেখে রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়েন পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আদমপুর এলাকার বাগান মালিক শ্রীপতি মণ্ডল। তিনি বলেন, তার দশ বিঘা আম বাগান রয়েছে। এই বছর ভালো আমের ফলনের আশঙ্কা প্রথম থেকে করা হচ্ছিল। কিন্তু মধ্যরাতে এক ঘণ্টার ঝড় এবং শিলাবৃষ্টিতে এমনটা ক্ষতি হবে তা কে জানত। এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেই প্রচুর আম বাগানের গাছগুলি থেকে ঝরে পড়েছে। আমে শিলাবৃষ্টির আঘাত লাগলে সেই আমে পচন ধরবে। পরবর্তীতে ফলন নষ্ট হবে। এক্ষেত্রে প্রশাসনের এগিয়ে আসা উচিত।

মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানিয়েছেন, কিছু কিছু এলাকায় শিলাবৃষ্টি হয়েছে। আমের ফলনের ক্ষয়ক্ষতি আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এখনো যে পরিমাণ আম বিভিন্ন বাগানে রয়েছে, তাতে উৎপাদনের মাত্রায় খুব একটা হেরফের হবে না।

উদ্যানপালন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বেশ কিছু এলাকার বাগানের আম ঝরে পড়েছে। তবে এবছর যে পরিমাণ আম উৎপাদনে সম্ভাবনা রয়েছে, তাতে তেমন কোনও ক্ষতি হবে না ।

তিলপাড়ায় মন্দিরা নৃত্য ও নাট্য ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় শিশু কিশোরদের সাংস্কৃতিক মননের জন্য তৈরি সাধনা ফাউন্ডেশনের সূচনা করছেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

রঘুনাথপুরের ডুমুরিয়াকুড়িতে ফাঁস লাগিয়ে বিধবা মহিলার মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের পর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বছর খানেক আগে স্বামী ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। স্বামীর দেখানো পথেই এবার স্ত্রীও ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় রবিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ ব্লকের ডুমুরিয়াকুড়ি গ্রামে। মানসিক অবসাদে গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যু হল এক বিধবা মহিলার। মৃত ওই বিধবা মহিলার নাম দেবযানী বাউড়ি (১৯)। তার বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ডুমুরাকুড়ি গ্রামে। স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে সে তার বাপের বাড়ি ডুমুরিয়াকুড়ি গ্রামেই থাকত।

জানা যায়, বছর বছর খানেক আগে দেবযানীর বিয়ে হয়েছিল পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার সিরজাম এলাকার বাঘাপোড়া গ্রামে। বিয়ের মাস ছয়ের মধ্যেই স্বামী ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলে দেবযানী সেখান থেকে তার রঘুনাথপুর ১ব্লকের ডুমুরিয়াকুড়ি গ্রামের তার বাপের বাড়িতে চলে আসে ও সেখানেই থাকত।

শনিবার রাতে হঠাৎ সে মানসিক অবসাদে পরিবারের আত্মীয়দের অজান্তে সে বাড়ির মধ্যে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে নেয়। ঘটনাটি পরিবারের আত্মীয়দের নজরে আসতেই ফাঁস কেটে তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশক্সালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার দুপুরে খবর পেয়ে রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও রবিশঙ্কর গুপ্তা দেহটির ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত করার পর দেহটির ময়নাতদন্তের জন্য রঘুনাথপুর থানার পুলিশ পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত বনগাঁর ৯টি দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ বাটার মোড়ে বিধ্বংসী আগুন, আগুনে ভস্মীভূত ৯ টি দোকান। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ বাটার মোড়ে ভোর তিনটে নাগাদ একটি দোকানে আগুন লক্ষ্য করে স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। জুতোর দোকানে ব্যাগের দোকান থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বনগাঁ দমকল বাহিনী থেকে তিনটি ইঞ্জিন ও গোবরডাঙা থেকে একটি ইঞ্জিন এবং বনগাঁ পুরসভা জলের গাড়ি দিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কি করে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে দমকল বাহিনী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ এবং বনগাঁ থানার আইসি। গোপাল শেঠ জানান, আগুন লাগার পর বনগাঁ দমকল বিভাগ বনগাঁ পুরসভা এবং সাধারণ মানুষ আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। বাটার মোড়ে যে সমস্ত অস্থায়ী দোকান ছিল তার মধ্যে নয়টি দোকান পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। আগামীতে বনগাঁ পুরসভা এই দোকানদারদের পাশে থাকবে।

জল তুলতে গিয়ে কুয়ো পরলেন বৃদ্ধা, উদ্ধার করল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির পান্ডুয়ার বৈঁচিগ্রাম দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা শোভারানি বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স ৮৫। গভীর পাতকুয়ো থেকে কপিকল দিয়ে জল তুলতে যান শোভারানি। ব্যাস তখনই ঘটে বিপত্তি। জানা গিয়েছে, বৃদ্ধা বাড়িতে একাই থাকতেন। তাঁর ছেলে পরিবার নিয়ে থাকেন কলকাতায়। জল তুলতে গিয়ে কুয়ো পরে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা। দড়ি ধরে জলে ভেসে ছিলেন অনেকক্ষণ। দমকল তাঁকে উদ্ধার করে। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে হাসপাতালের বেডে শুয়ে অশীতিপর বৃদ্ধা বললেন, 'চা খাব'।

বৃদ্ধাকে প্রতিবেশী এক মহিলা দেখাশোনা করেন, খাবার দেন। জানা গিয়েছে, সেই মহিলা শোভারানিকে খাবার খাইয়ে নিজে বাড়িতে গিয়েছিলেন খাবার খেতে। এরপর এসে বৃদ্ধাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তারপর পাতকুয়োয় উঁকি মেরে দেখেন সেখানেই পড়ে রয়েছেন তিনি।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবেশীদের ডেকে জড়ো করেন ওই মহিলা। খবর দেওয়া হয় পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত বৈঁচি পুলিশ ফাঁড়িতে। পুলিশ দমকলে খবর দেয়। পান্ডুয়া থেকে দমকল কর্মীরা মই নিয়ে আসেন। পাতকুয়োয় নেমে দড়ি বেঁধে বৃদ্ধাকে উদ্ধার করেন তাঁরা। বর্তমানে তিনি চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

দীর্ঘদিনের যানজটের সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরি হচ্ছিল সিউড়ি বোলপুর রুটের রেলের ওভার ব্রিজের কাজ। কিন্তু স্ক্রু ভেঙে যাওয়ার কারণে বন্ধ হল ওভারব্রিজের রেল লাইনের ওপরে স্টিলের গার্ড ওয়ালের কাজ এবং তা পরিদর্শন করলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

ঝাড়গ্রামে পুলিশের সামাজিক উদ্যোগে খুশি গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নববর্ষ মানেই নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা আর নতুন সূচনা। সেই নতুন সূচনার দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলতে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ এক ব্যতিক্রমী মানবিক উদ্যোগ নিল বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় 'সহায়' প্রকল্পের আওতায় গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের খামার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আয়োজিত হল এক অনন্য সামাজিক অনুষ্ঠান, যেখানে দরিদ্র মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন বস্ত্র, মশারি এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রদান করা হল শিক্ষা সামগ্রী ও সার্টিফিকেট। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুল্লাহ হাসান, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার সমীর অধিকারী, গোপীবল্লভপুরের সার্কেল ইনস্পেক্টর দেবাশিস ঘোষ সহ অন্যান্য পুলিশকর্মী ও স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এই আয়োজনে এলাকার প্রায় দুই শতাধিক দরিদ্র গ্রামবাসীর হাতে নতুন শাড়ি ও মশারি তুলে দেওয়া হয়। শুধু বস্ত্র বিতরণই নয়, দিশা কোচিং সেন্টারে পড়াশোনা করা ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সার্টিফিকেট ও শিক্ষা সামগ্রী, যা তাদের ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহ যোগাবে বলে মনে করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা বলেন, 'ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের সহায় প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হল সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আমরা চাই, প্রতিটি থানার তরফ থেকে সমাজ সেবামূলক কর্মসূচি গৃহিত হোক এবং বাস্তবায়িত হোক।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা, গ্রেপ্তার ৭৪ বছরের বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ৯ বছরের নাবালিকাকে খাবারের লোভ দেখিয়ে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগে তৃণমূলের ৭৪ বছরের প্রাক্তন বুথ সভাপতিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানায় শনিবার সন্ধ্যায় নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগ ৭৪ বছরের প্রতিবেশী দাদু খাবারের লোভ দেখিয়ে ৯ বছরের নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করে। অভিযোগ পেয়ে রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে বাগদা খানার পুলিশ। বিজেপির অভিযোগ, অভিযুক্ত বৃদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বুথ সভাপতি। অভিযুক্তকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক বলে দাবি করেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য। অন্যদিকে বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার জানিয়েছেন, বয়সের ভারে অভিযুক্ত এখন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তেমনভাবে যুক্ত নেই। আইন আইনের পথে চলবে। তিনি দোষী হলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।

নীল ষষ্ঠী ব্রত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বাঁকুড়া জেলা জুড়েও সন্তানের মঙ্গল কামনায় 'নীল ষষ্ঠী' ব্রত পালন করছেন বাঁকুড়ার মায়েরা। তিথি অনুসারে বছরের বিশেষ এই দিনটি 'ষষ্ঠী' না হলেও চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন 'নীল ষষ্ঠী' হিসেবেই পরিচিত।

রবিবার সকাল থেকে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন এক্তেশ্বর, শহরের হরেশ্বর শিব মন্দির সহ জেলার সবকটি শিব মন্দিরেই মূলতঃ সন্তানের মঙ্গল কামনায় পুণ্যার্থীদের ভীড়। সকাল থেকেই মন্দিরে মন্দিরে চলছে পুজোপাঠ।

পয়লা বৈশাখে হালখাতার প্রস্তুতি তুঙ্গে

ব্যস্ত মিষ্টির দোকান ও ক্যালেন্ডার বিক্রেতারা, বিক্রির ভিড়ে খুশি মিষ্টি ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বধমান: বাঙালির আবেগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে বাংলা নববর্ষ, আর নববর্ষ মানেই হালখাতা। বাঙালি ব্যবসায়িক সংস্কৃতির অঙ্গ এই হালখাতার দিনে বছরের পুরনো হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে নতুন বছরের শুরু হয় নতুন খাতায়। আর এই উপলক্ষে পুরনো ক্রেতাদের হাতে উপহার হিসেবে ক্যালেন্ডার ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন ব্যবসায়ীরা। ফলে পয়লা বৈশাখের আগেই শহরের মিষ্টির দোকান ও ক্যালেন্ডার ছাপাখানাগুলিতে তুমুল ব্যস্ততা চোখে পড়ছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা শহর থেকে বর্ধমান পর্যন্ত বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে এখন রাতদিন এক করে তৈরি হচ্ছে হালখাতার মিষ্টি। হালখাতার জন্য তৈরি হওয়া বিশেষ

প্যাকেটে থাকছে লাড্ডু, গজা, নিমকি, সঙ্গে নানা স্বাদের সন্দেশ। অর্ডারের চাপ এতটাই বেশি যে কিছু দোকানে কর্মীরা টানা রাত জেগে কাজ করছেন। অনেক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, এবছর অর্ডার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় বেশি। অন্যদিকে, ক্যালেন্ডার ছাপার কারখানাতেও দেখা যাচ্ছে তুমুল ব্যস্ততা। নানা রকম নকশা ও বিজ্ঞাপন সহযোগে ছাপা হচ্ছে রঙিন ক্যালেন্ডার, যেগুলি হালখাতার উপহার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তবে, সব ক্যালেন্ডার বিক্রেতার মুখে হাসি নেই। কেউ কেউ জানাচ্ছেন, ডিজিটাল মাধ্যমের প্রভাব ও অনলাইন প্রচারের কারণে অনেক ব্যবসায়ী এখন আর ক্যালেন্ডার ছাপানোর দিকে ঝুঁকছেন না। ফলে ব্যবসা আগের মতো নেই।

এভাবেই বাংলা নববর্ষকে ঘিরে শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যে এসেছে উৎসবের ছোঁয়া। হালখাতার দিনটিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে উৎসব মুখর পরিবেশ। আর এই উৎসবের প্রাণভোমরা হয়ে উঠেছেন রাজ্যের হাজার হাজার মিষ্টি প্রস্তুতকারক ও ক্যালেন্ডার বিক্রেতা।

পয়লা বৈশাখ ক্লাবে আসবে ট্রফি, বললেন দেবাশিস

টুটু বসুর খোলা চিঠি, শুভেচ্ছা মহমেডান-লখনউয়েরও

বাগান সমর্থকদের খুশি করার জন্য যা করার করতেই হবে: মোলিনা

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

গত ১০ বছরে মোহনবাগানের তাঁবুতে ঢুকেছে দুটো আই লিগ, একটা ফেড কাপ, একটা ডুরান্ড কাপ, দুটো আইএসএল কাপ ট্রফি, দুটো আইএসএল লিগ শিল্ড, একটা কলকাতা লিগ।*আর কোনও ক্লাবের এত সাফল্য আছে কিনা সন্দেহ! এবারেও দ্বিমুকুট জয়। আইএসএল শিল্ডের পরে এবার কাপ। এই মাইলফলক প্রতিষ্ঠা করার পর ড্রেসিংরুমে সেলিব্রেশন সেরে এসে মোলিনা বলেন, 'কোচিং জীবনে এটাই আমার সেরা সময় কি না জানি না। প্রতিদিনই আমি শিখি, কোচ হিসেবে নিজেক উন্নত করে তোলার চেষ্টা করি। তবে আমি আশা করি, ভবিষ্যতে আরও ভাল কোচ হয়ে উঠতে পারব, আরও ভাল সাফল্য অর্জন করব। জানি না আমার কোচিংয়ে এটাই সবচেয়ে দাপুটে দল কি না। আমি হংকংয়ে ছিলাম এক বছর। সেখানে তিনটি ট্রফি জিতেছিলাম। আসলে আমি সব কিছুর মধ্যে তুলনা করি না। হলেও কিছু আসে যায় না। তবে আইএসএল শিল্ড ও কাপ জয় অবশ্যই বড় সাফল্য'। পরের মরশুমেও মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কোচ থাকছেন কি না, জানতে চাইলে বলেন, 'শিল্ড জেতার পরেই আমি বলেছিলাম ক্লাবের সঙ্গে আমার এক বছরের চুক্তি রয়েছে। কিন্তু যদি শিল্ড বা কাপ জিতি, তা হলে চুক্তির মেয়াদ আরও এক বছর বাড়তে পারে। এখন আমাকে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বসতে হবে। তারা যদি আমাকে থেকে যেতে বলে, থাকব। না চাইলে থাকব না'। তবে পরের মরশুম যে আরও কঠিন হতে চলেছে, এই নিয়ে তিনি নিশ্চিত। মোলিনা বলেন, 'পরের মরশুম আরও কঠিন হবে। তবে যদি থাকি সমর্থকদের খুশি করার জন্য তো যা করা দরকার, করতেই হবে।' মোহনবাগানের এই জয়ে খুশি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বাংলার দল মোহনবাগানের জন্য আমরা গর্বিত। ফের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য অভিনন্দন। তোমাদের এই জয়কে কুর্নিশ। আমরা তোমাদের জন্য গর্বিত।' অন্যদিকে মোহনবাগানের সাফল্যে খুশি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। তিনি লিখেছেন, 'বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এক অপূর্ব রাত। সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের হৃদয় থেকে

ঢেউ সামলে মোহনতরী ভারতসেরা। চড়া দাম চিংড়ির। উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা যুবভারতীতে সবুজ মেরুন সমর্থকরা।

মাঠের বাইরে জয়ের দুই কারিগর। একজন স্প্যানিশ কোচ হোসে মোলিনা, আর তার সহকারী ভারতীয় কোচ বাস্তব রায়।

শুভেচ্ছা জানাই। ঐতিহাসিক জয়ের জন্য কোচিং স্টাফ, ম্যানেজমেন্ট ও যারা দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সকলকে শুভেচ্ছা। আপনারা বাংলার লক্ষ লক্ষ সমর্থকদের চিরকালীন আনন্দ করার মতো এক রাত উপহার দিলেন।'সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ম্যাচ শেষে বলেন, ' আমাদের কাছে এটা খুবই আনন্দের মুহূর্ত। দল ডাবল করেছে। লিগ শিল্ডের পাশাপাশি দল আইএসএল ট্রফি জয় করেছে। সকল মোহনবাগান সমর্থকদের ভালোবাসা ও আশির্বাদে সাফল্য এসেছে। আমাদের পাশে থাকার জন্য এবং দলকে সমর্থন করার জন্য সকল সমর্থকদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।' মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত এমন সাফল্যে প্রথমেই বলেন আমি বাকরুদ্ধ। সত্যি ঈর্ষণীয় এই সাফল্য। গত তিনবছর যা সাফল্য এসেছে তা নেই অন্য কোনও ক্লাবের। সমর্থকদের জন্য পয়লা বৈশাখ বারপুজোয় এই ট্রফি আসবে ক্লাবে। আসবেন ফুটবলার -কোচ, হবে সেলিব্রেশনও।' মোহনবাগান সভাপতি টুটু বোস সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দরাজ প্রশংসা করেন। তাঁর খোলা চিঠিতে সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে লিখেছেন, 'আমাদের মোহনবাগান ক্লাবকে ঐতিহাসিক দ্বিমুকুট জিততে দেখে গর্বিত। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল ধারাবাহিকতা- আবেগ, ভালোবাসা আর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকলে এই সাফল্য আসে না। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দলের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারতীয় ফুটবল জগতে আমাদের পারফরম্যান্স ও সাফল্যের নেপথ্যে আপনার পরিকল্পনা, নেতৃত্ব ও দায়বদ্ধতা রয়েছে। অসাধারণ পরিকাঠামোর জন্য ক্লাবের মান শুধু বাড়েনি, আমাদের সমর্থকরাও আজ গর্বিত।' মোহনবাগান ভারতসেরা হওয়ায় শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছে আর এক আইএসএল খেলা দল মহমেডান স্পোর্টিংও। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউ সুপার জায়ান্টসও জানিয়েছে মোহনবাগানের এই জয়ে। শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন লখনউয়ের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ থেকে আকাশদীপও। পাশাপাশি প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোস ধন্যবাদ জানান মিঃ গোয়েঙ্কাকে। তিনি বলেন, যেভাবে দল করেছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও তার ম্যানেজমেন্ট, তার জন্যই এই সাফল্য।

একনজরে দেখে নিন এবারের আইএসএলে কে কোন পুরস্কার পেলেন-

ধসেরা গ্রাসরুট প্রোগ্রাম:
জামশেদপুর এফসি
ধসেরা এলিট ইয়ুথ প্রোগ্রাম:
পাঞ্জাব এফসি
ধগোল্ডেন গ্লাভ:
বিশাল কাইথ (মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট)
ধগোল্ডেন বুট:
আলাউদ্দিন আজারেই (নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি)
ধগোল্ডেন বল:
আলাউদ্দিন আজারেই (নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি)
ধউদীয়মান খেলোয়াড়:
ব্রিসন ফার্নান্দেস (এফসি গোয়া)

মাঠের লড়াইয়ের মাঝেই গ্যালারিতে দুই গোষ্ঠীর ব্যানার-দ্বৈরথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাঠে আইএসএল ট্রফির লড়াই। কিন্তু গ্যালারিতে যে অন্য দ্বৈরথ। বোস বনাম দত্ত। মোহনবাগানে নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচনের জন্য আলাদা কমিটিও গড়া হয়েছে। মোহনবাগানের যে আবহ তাতে পরিষ্কার দেবাশিস দত্তের সঙ্গে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন সৃঞ্জয় বোস। আইএসএল ফাইনালেই দেখা গেল সেই ছবি। মোহনবাগানের সাপোর্টের চেয়েও টিফোতে দুই ব্যক্তির প্রচারই চোখে পড়ল। একদিকে ব্যানারে লেখা বোস-এ বিশাল বিশ্বাস। অন্যদিকের ব্যানারে লেখা, সদা সর্বদা সদস্য, সমর্থকদের পাশে ডি.ডি। দেবাশিস দত্ত যে সচিব হিসেবে বেশ সফল, সমর্থকদের পাশে থাকেন তা তাঁর কাজেই অবশ্য প্রমাণ হয়েছে। তাঁর আমলেই ভারতসেরা হয়েছে মোহনবাগান। ক্লাবের অন্দরেও আমূল পরিবর্তন করেন। লাইব্রেরী থেকে ক্যান্টিন, সবই করে দেন। এমনকি মালিদের জন্য স্থায়ী ঘরও করে দেন। অমর একাদশের যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে প্রতিষ্ঠাও করেন ক্লাবে। শেষ ম্যাচে জামশেদপুরে গিয়ে যখন নিগ্রহের শিকার হয়েছিলেন সবুজ মেরুন সমর্থকরা, তখন ম্যাচ শেষে সবার আগে ছুটে গিয়েছিলেন বাগান সচিব। এবারের বার্ষিক সভা থেকেই সরগরম মোহনবাগান। সেখানেই নির্বাচনের দাবি তুলে চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি থেকে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই ব্যক্তির সমর্থনে সদস্যরা। এরপরই নির্বাচনের হাওয়া ওঠে বাগান জুড়ে।

আমরা কারা? মোহনবাগান। এই স্লোগান তুলতেই পারে দেবাশিস দত্তের কমিটি। অভাবনীয় সাফল্য শেষ তিন বছর ধরে। চৈত্রের দাবদহেও বাগানে বইছে বসন্তের হাওয়া। আইএসএল ট্রফি জয়ের পর তাই কাপ হাতে সেলিব্রেশনে মোহন কর্তারাও। মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্তের সঙ্গেই দেখা গেল অন্যতম কর্মকর্তা ও ফুটবল সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জির অনন্য উদ্যোগ

বরাহনগরে ফ্রেন্ডশিপ কাপে নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ

বেহালা ক্রিকেট আকাডেমির প্রধান কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জীর ভাবনায় শুধুই ক্রিকেট। দিনরাত শুধু ক্রিকেটের জন্যই কাজ করে চলেছেন। কখনও জিম্বাবোয়ের উইকেটকিপার-ব্যাটার তাতেন্ডা তাইবুকে কলকাতায় নিয়ে এসে কিশোর-তরুণ প্রতিভাবানদের উৎসাহিত করেন। কখনও আবার জেলার মাঠ মানুকুণ্ডুতে ছুটে যান, নিয়ে যান দক্ষিণ আফ্রিকার কলেজ দলকে। শুধু তাই নয়, সন্দীপ পাতিলের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারকে এনেও কোচ তুলে আনার উদ্যোগও নিয়েছেন বাংলার। তরুণ ক্রিকেটারদের সাহস জোগাতে সবসময় সবার আগে থাকেন বিশ্বজিৎ মুখার্জী। একদিকে যখন দেশি-বিদেশি ক্রিকেটাররা আইপিএল মাতাচ্ছেন, ঠিক তখনই শহর কলকাতা মেতে উঠল তাঁর উদ্যোগে দেশি বনাম বিদেশিদের খেলায়। সম্প্রতি বিশ্বজিৎ মুখার্জী নিয়ে এলেন নেলসন ম্যান্ডেলার দেশের ছোটদের। তাঁর উদ্যোগে বরাহনগর স্পোর্টিং ক্লাবে বিসিএ বরাহনগর স্টাম্প টু স্টাম্প ক্রিকেট একাডেমি (ইন্ডিয়া) মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার দল রেঙ্গেডস ক্রিকেট একাডেমির। অনূর্ধ্ব ১৬ ফ্রেন্ডশিপ কাপে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার এই টি২০ ম্যাচ আয়োজন হয়।এই ম্যাচ দেখতে বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংসদ সৌগত রায়। উদ্বোধক ছিলেন বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিফ অ্যাডভাইজর ছিলেন বরানগর পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের সদস্য অঞ্জন পাল। এছাড়াও সভাপতি সমাজসেবী পুলক ঘোষ, সচিব কোচ সুরজিত্ জানা, কোঅপারেটর সমাজসেবী সুব্রত সাহারা উপস্থিত ছিলেন। মূলতঃ এই ধরনের ম্যাচে এলাকার ক্রিকেটাররা আরোও উৎসাহ পাবে বলে মত উপস্থিত সকলের।

বরাহনগরে ফ্রেন্ডশিপ কাপে সংবর্ধিত হচ্ছেন বেহালা ক্রিকেট আকাডেমির প্রধান কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জী।

কোহলির অপরাজিত হাফসেঞ্চুরিতে জয় আরসিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার জয়ের দেখা পেল আরসিবি। জয়পুরে প্রথমবার হোম ম্যাচ খেলতে নেমে হারের মুখ দেখলযরাজস্থান রয়্যালস। টানা ২টি ম্যাচে হারলেন সঞ্জু স্যামসনরা। টস জিতে ফিল্ডিং নেন আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৩ তোলে রাজস্থান রয়্যালস। ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ১০টি চার ও ২টি ছয়ের সাহায্যে ৪৭ বলে ৭৫ রান করেন। অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন করেন ১৯ বলে ১৫। রিয়ান পরাগ ২২ বলে ৩০, শিমরন হেটমায়ার ৮ বলে ৯ রান করেন। জবাবে খেলতে নেমে আরসিবি ওপেনিং জুটিতেই তুলে ফেলে ৮.৪ ওভারে ৯২ রান। পাঁচটি চার ও ৬টি ছয়ের সাহায্যে ফিল সল্ট ৩৩ বলে ৬৫ রান করেন। এরপর দলকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন বিরাট কোহলি ও দেবদত্ত পাড়িক্কল। ওয়ানিন্দু হাসারঙ্গার বলে ছয় মেরে টি২০ ক্রিকেটে শততম অর্ধশতরান পূর্ণ করেন কোহলি। ৩টি চার ও ২টি ছয়ের সাহায্যে ৩৯ বলে হাফ সেঞ্চুরিতে পৌঁছে যান তিনি। আরসিবি চলতি আইপিএলে চতুর্থ জয়টি ছিনিয়ে নিল ১৭.৩ ওভারেই। ১৫ বল বাকি থাকতে জয় আসে ৯ উইকেটে। বিরাট কোহলি চারটি চার ও ২টি ছয়ের সৌজন্যে ৪৫ বলে ৬২ রানে অপরাজিত থাকেন। দেবদত্ত পাড়িক্কল ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে তিনে নেমে পাঁচটি চার ও একটি ছয়ের দৌলতে ২৮ বলে ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন। এই জয়ের সুবাদে আরসিবি পয়েন্ট তালিকার তিনে উঠে এলো। ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে। নেট রান রেট ০.৬৭২। রাজস্থান রয়্যালস ৬ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত সাতে। কেকেআর নেমে গেল পাঁচে।

জমজমাট বেঙ্গল টার্ফ ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশ জুড়ে চলছে আইপিএল ঝড়। বাদ যায়নি শহর কলকাতা ।রবিবাসরীয় সকালে আইপিএল এর পাশাপাশি ব্যাটে বলে জমে উঠল বেঙ্গল টার্ফ ক্রিকেট। আয়োজনে পুষ্পজিৎ ঘোষ। তার উদ্যোগে অর্কিড গ্রাউন্ডে জমিয়ে খেললেন ক্রিকেট বনি,কৌশানি, অঙ্কুশরা ।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

বিজেপি বিধায়কের ছেলের বিরুদ্ধে পুরোহিতকে মারধরের অভিযোগ

ইন্দোর, ১৩ এপ্রিল: মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে বিজেপি বিধায়কের ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল বিখ্যাত চামুণ্ডা দেবীর মন্দিরের পুরোহিতকে মারধর করার। তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের মন্দির বন্ধের সময় ভিতরে ঢুকতে না দেওয়া নিয়েই গোলমালের সূত্রপাত বলে জানা গিয়েছে।

জানা যাচ্ছে, বিজেপি বিধায়ক গোলু শুক্লার পুত্র রুদ্রাক্ষ শুক্লা রাত পৌনে একটা নাগাদ রীতিমতো কনভয় নিয়ে হাজির হন মন্দির চত্বরে। সব মিলিয়ে দশ-বারোটি গাড়ি ছিল। কিন্তু ততক্ষণে মন্দিরে তালা পড়ে গিয়েছে। একটি ভিডিও নেট ভুবনে ছড়িয়েছে, যেখানে রুদ্রাক্ষ ও তাঁর সঙ্গীদের মন্দিরের সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।

অভিযোগ, এরপর রুদ্রাক্ষর এক সঙ্গী জিতেন্দ্র রঘুবংশী দাবি করেন, মন্দিরের দরজা খুলতে হবে। আর তা না মানায় পুরোহিত উপদেশ নাথকে মারধর করেন তিনি। ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের হয়েছে। জিতেন্দ্রর বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে পুলিশ। কিন্তু রুদ্রাক্ষের কোনও নাম সেখানে নেই। যা নিয়ে বিতর্ক ঘনিয়েছে। এদিকে উপদেশের দাবি, থানায় অভিযোগ দায়েরের পরই তিনি ফোনে হুমকি পেয়েছেন। এফআইআর তুলে নেওয়ার জন্য তাঁকে শাসানো হয়েছে। কিন্তু উপদেশ সংবাদমাধ্যমের কাছে জানিয়েছেন, তিনি অভিযোগ তুলতে রাজি নন।

এক সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'আমরা সিসিটিভি ফুটেজ পেয়েছি। খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অবশ্যই তারপর কড়া পদক্ষেপ করা হবে।' সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, অভিযুক্ত জিতেন্দ্রর বিরুদ্ধে আগেও অপরাধে জড়ানোর অভিযোগ রয়েছে।

চিনের উপর চাপানো বাড়তি শুল্ক আমেরিকাকে প্রত্যাহার করতে হবে, হুঁশিয়ারি জিনপিং প্রশাসনের

বেজিং, ১৩ এপ্রিল: ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক বাণে ঘায়েল হয়েছে ভারত। তথাপি শুল্কযুদ্ধ সবচেয়ে বড় আকারে জমে উঠেছে আমেরিকা ও চিনের মধ্যে। একে অপরের দিকে শুল্কের মিশাইল ছুড়েই চলেছে দুই শক্তিধর রাষ্ট্র। এই অবস্থায় রবিবার পালটা ট্রাম্প প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিল শি জিনপিং প্রশাসন। তারা জানিয়ে দিল, বর্তমান সংঘাত থামাতে হলে দু'একটি পণ্যে নয়, চিনের উপর চাপানো বাড়তি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে। এখনও পর্যন্ত জবাব আসেনি ওয়াশিংটনের তরফে। ভারত, কানাডা, চিন-সহ একাধিক দেশের উপর ২ এপ্রিল থেকে ব্যাপক হারে শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ভারতের উপর ২৬ শতাংশ কর চাপালেও বাড়তে বাড়তি চিনের উপর পারস্পারিক কর ১৪৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এরপর শনিবার মোবাইল, কম্পিউটার, বৈদ্যুতিন চিপস-সহ বেশ কিছু পণ্যে কর ছাড় দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই সিদ্ধান্তের জেরে কার্যত খাদের কিনারে চলে যাওয়া চিন কিছুটা হলেও উপকৃত হবে বলে মনে করছিল ওয়াকিবহাল মহল। তখনই মুখ খুলল চিনের বাণিজ্য মন্ত্রক। তারা জানিয়ে দিল, দু'একটি পণ্যে নয়, আমেরিকার উচিত তাদের নতুন শুল্কনীতি থেকে পুরোপুরি সরে আসা। বাড়তি শুল্ক 'সম্পূর্ণরূপে বাতিল' করার আহ্বান জানানো হয় বেজিংয়ের তরফে। আমেরিকার বিরুদ্ধে শুল্কযুদ্ধে চিন যে পিছু হটবে না, সেই বার্তাও দিয়েছে চিনের বিদেশ মন্ত্রক। সব মিলিয়ে চিন-আমেরিকা শুল্ক সংঘাত বাড়ন্ত।

প্রসঙ্গত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধের জেরে নাভিশ্বাস উঠেছে গোটা বিশ্বের। যদিও শেষবেলায় হোয়াইট হাউসের সিদ্ধান্তে কিছুটা স্বস্তি মিললেও ঘাড়ের উপর খাঁড়া এখনও সরাননি ট্রাম্প।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

চর্বি ধুয়ে মুছে সাফ হবে, ভাল থাকবে রক্তনালী-হৃদযন্ত্র ! রোজকার এই অভ্যাস কমাতে পারে ডায়াবেটিসও

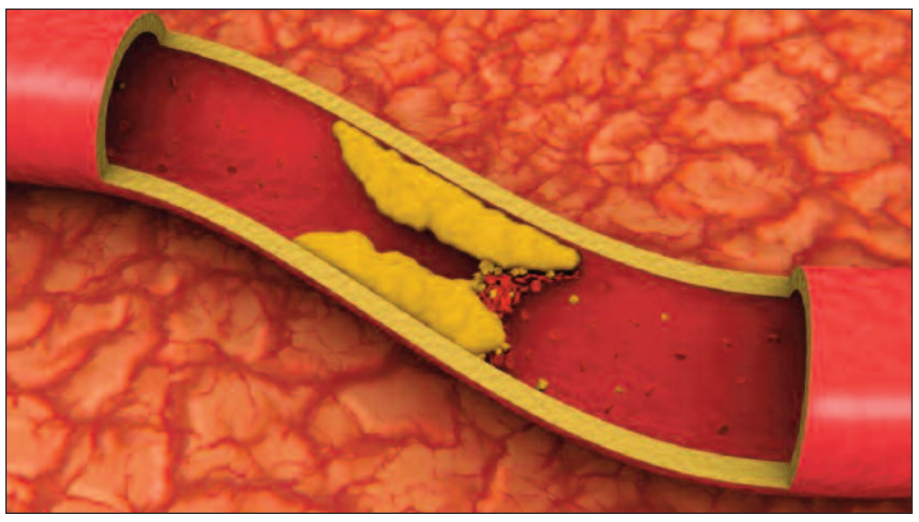

অনেকেই সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে জিমে ছোটেন। অথচ জানেন কি, রোজকার জীবনেই এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো নিয়মিত করলে শরীর সুস্থ থাকে? তেমনই একটি কাজ সাইকেল চালানো। দিনে কতক্ষণ সাইকেল চালালে শরীর ভাল থাকে তা নির্ভর করে বয়স, শারীরিক সক্ষমতা, এবং ফিটনেস লক্ষ্যের উপর। তবে সাধারণভাবে, শরীরকে সুস্থ রাখতে প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট সাইকেল চালানো উচিত।

যদি নতুন নতুন সাইকেল চালানো শুরু করেন, অভ্যাস না থাকে, তাহলে প্রথমে ১৫-২০ মিনিট দিয়ে শুরু করতে পারেন এবং ধীরে ধীরে সময় বাড়াতে পারেন। যাঁরা আরও বেশি ফিটনেস অর্জন করতে চান, তাঁরা প্রতিদিন এক ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে সাইকেল চালাতে পারেন। সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন সাইকেল চালানো শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

সাইকেল চালালে শুধু শরীর নয়, ভাল থাকে মনও।

শারীরিক উপকারিতা

- হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস নিয়মিত সাইকেল চালালে হৃদপিণ্ড এবং রক্তনালী সুস্থ থাকে, ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমে।
- ওজন নিয়ন্ত্রণ সাইকেল চালানো ক্যালোরি বার্ন করার একটি চমৎকার উপায়, যা ওজন কমাতে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
- পেশী শক্তিশালী করে সাইকেল চালালে পায়ের পেশী (যেমন কোয়াড্রিসেপস, হ্যামস্ট্রিং, কাফ মাসল) এবং নিতম্বের পেশী শক্তিশালী হয়। এছাড়াও, পেটের এবং পিঠের কিছু পেশীও সক্রিয় থাকে।
- জয়েন্টের উপর কম চাপ দৌড়ানোর তুলনায় সাইকেল চালানো জয়েন্টের উপর অনেক কম চাপ সৃষ্টি করে, তাই যাঁরা হাঁটুর বা অন্যান্য জয়েন্টের সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের জন্য এটি একটি ভাল ব্যায়াম।
- ঘুমের উন্নতি নিয়মিত সাইকেল চালালে রাতের ঘুম ভাল হয়।
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে সাইকেল চালালে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী।

মানসিক উপকারিতা

- মানসিক চাপ কমায় সাইকেল চালানো মনকে সতেজ রাখে এবং মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও হতাশা কমাতে সাহায্য করে।
- মেজাজ ভাল রাখে ব্যায়ামের ফলে শরীরে এন্ডোরফিন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মেজাজ ভাল রাখতে সাহায্য করে।
- আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি নিয়মিত শরীরচর্চা করলে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

এক ফোঁটা মদ না খেয়েও হতে পারে ফ্যাটি লিভার ! এই পাঁচটি অভ্যাসই নষ্ট করে দিতে পারে আপনার যকৃৎ

অনেকেই মনে করেন লিভার সিরোসিস কিংবা ফ্যাটি লিভার-এর মতো অসুখ কেবল মদ্যপানের ফলেই হয়। এই ধারণা মোটেই ঠিক নয়। 'নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ' বা 'এনএএফএলডি' হল এমন একটি রোগ যেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে ফ্যাট লিভারের কোষের মধ্যে জমা হয়। কিন্তু এই ফ্যাট জমার কারণ অতিরিক্ত মদ্যপান নয়। এই রোগ সাধারণত সেইসব ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায় যাঁরা স্থূলকায়, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, উচ্চ রক্তচাপ কিংবা কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, এই ফ্যাট জমা হওয়ার কারণে লিভারে প্রদাহ হতে পারে এবং সিরোসিসের মতো গুরুতর লিভারের রোগও হতে পারে। কোন কোন অভ্যাস এই রোগ ডেকে আনে?

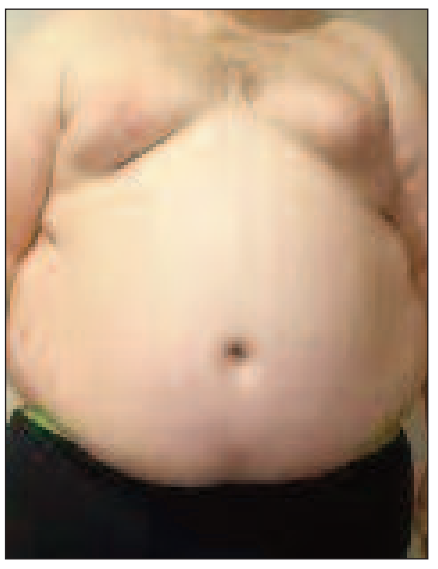

১. অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস অতিরিক্ত পরিমাণে তেল, চিনি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া লিভারে ফ্যাট জমার অন্যতম প্রধান কারণ। ফাস্ট ফুড, ভাজাভুজি এবং মিষ্টি পানীয়ের মতো খাবার নিয়মিত খেলে এই রোগের ঝুঁকি বাড়ে।

২. শারীরিক কার্যকলাপের অভাব নিয়মিত ব্যায়াম না করা বা অলস জীবনযাপন ওজন বৃদ্ধি এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কারণ হতে পারে, যা এই রোগের অন্যতম প্রধান কারণ।

৩. স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন শরীরের অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা 'নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ'-এর ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে পেটের মেদ অনেক বেশি ক্ষতিকর।

৪. অতিরিক্ত চিনি অনেকেই দিনরাত ঠাণ্ডা পানীয় খান। এই ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কে মুঠো মুঠো চিনি থাকে। অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার বেশি পরিমাণে খেলে লিভারে ট্রাইগ্লিসারাইড নামক ফ্যাট তৈরি হতে পারে, যা শরীরকে 'নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ'-এর দিকে ধাবিত করে।

৫. ডায়াবেটিস বা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স যাঁদের ডায়াবেটিস আছে অথবা যাঁদের শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমে গিয়েছে (ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স), তাঁদের এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। এর মূল কারণ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কারণে শরীরে ফ্যাট জমা হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। আর সেই চর্বির একটি বড় অংশ সঞ্চিত হয় লিভারে।

নিজের সুস্থতা বজায় রাখতে সম্পূর্ণ বিষয় জানা জরুরী

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ডাইনি নামে একটি ওয়েবসিরিজ যেখানে সমাজের চলমান এক অপসংস্কৃতিকে চিত্রায়ণ করা হয়েছে। সেই নিয়ে অবশ্যই এক বিশেষ তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব। কাকতালীয়ভাবে ডাইনি যেমন কানে শোনা এক অপসংস্কৃতি, যার ভিত্তি শূন্য সেভাবেই এক ভিত্তিহীন অপপ্রচারের সাক্ষী থেকেছিলাম যা আজ তুলে ধরলাম এবং এমন ঘটনা ডাইনি প্রবাদের মতোই ভয়ানক ও চলমান প্রসারিত। এরফলে ক্ষতি হচ্ছে বিপুল মানুষের, ক্ষতির শিকার হচ্ছে বহু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

প্রসঙ্গত বলাইবাহুল্য, কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র চিকিৎসকদের নিয়ে সংঘটিত একটি সভায় রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী খোদ গোটা স্বাস্থ্য পরিসরকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন যে সকলে নির্ভয়ে কাজ করতে থাকুক, তিনি আছেন সকলের প্রহরী হয়ে। এমন আশ্বস্ত ঘুরে তবেই কলকাতার এক নামজাদা হাসপাতাল থেকে হার্নিয়া অপারেশন করিয়েছে। তবে সেও এখনও অবধি এর কারণ সম্পর্কে ভেবে উঠতে পারেনি। কথাগুলো শুনে বড় আক্ষেপ হল মানুষের মধ্যে দখল না থাকা সত্ত্বেও সবজান্তা মনোভাব প্রদর্শন আর কিছু শ্রেণীর চিকিৎসকের মানুষকে হেনস্থা করার দরুন সমগ্র চিকিৎসক সম্প্রদায়কে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে দেখে।

এই সকল মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের জানা উচিৎ যে শিশুদের পেটের মধ্যে অবস্থিত পেশীস্তরে যখন কোনও দুর্বলতা তৈরি হয় তখন হার্নিয়া সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ মার্তৃগর্ভে বিকাশের সময়ে শিশুদের পেটের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে একটি ছোট সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে, এই ছোট সুড়ঙ্গটি পেটের গহ্বরকে অণ্ডকোষের সাথে সংযুক্ত করে। গর্ভে বিকাশের সময়, অণ্ডকোষগুলি প্রথমে ছেলের পেটের ভিতরে বৃদ্ধি পেয়ে এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে নেমে অণ্ডথলিতে এসে শেষ হয়।

বাক্য প্রশাসনিক স্তরের প্রধানের কাছ থেকে পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের, যা বিশ্বের রাজনীতির পরিসরে নিশ্চিতভাবে বিরলতমও। কিন্তু তাও কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা তাঁকে বিচলিত করে, রাজ্য পরিসরকে প্রায় অচল করে দেয়।

কিছুদিন আগে সেরকমই একটি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম নিজে। কোনও ব্যক্তিগত কারণে কলকাতার প্রান্তিক এক অঞ্চলে এক পরিচিতজনের বাড়ি যাওয়ার সময়ে অটোয় চেপে বসি। সেখানে তার সাথে আরেকজন তারই কোনও পরিচিত ব্যক্তি উঠে পাশে বসেছিল। কোনও এক প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে ব্যক্তি পাশে বসেছিল সে জানায় যে তার নিজের দেড়মাস বয়সী সন্তানের কিছুদিন আগে হার্নিয়া অপারেশন হয়েছে। তাতে প্রথম ব্যক্তি বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে বসে যে এত ছোট বাচ্চার হার্নিয়া অপারেশন হয় নাকি? সে শুনেছে যে প্রাপ্ত বয়সে অনেকক্ষণ সাইকেল চালালে, ভারি কাজ করলেই হার্নিয়া হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই ডাক্তারেরা ভিতরে ভিতরে টাকা খাওয়ার জন্য এইভাবে তার ব্যয় করানোর চেষ্টা করেছিল। এরকম বহু অভিজ্ঞতা স্বরূপ বারংবার একই রিপোর্ট নির্দিষ্ট কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে করানোর কথা তুলে ধরে। তাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে ওঠে যে সে নির্দিষ্ট একটি সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের কাছে শিশুটির হার্নিয়া হওয়ার কথা শুনে নিশ্চিত না হয়ে কয়েক জায়গা

মেয়েদের ক্ষেত্রে, ছোট সুড়ঙ্গটি পেটের গহ্বরকে ল্যাবিয়ার সাথে সংযুক্ত করে। ছেলে এবং মেয়ে উভয়ক্ষেত্রেই এই সুড়ঙ্গটি শিশুর জন্মের আগে বন্ধ হওয়ার কথা। যদি জন্মের আগে এটি বন্ধ না হয়, তাহলে শিশুর ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এছাড়াও জন্মগত শিশুদের মধ্যে বিভিন্নরকম হার্নিয়া হতেই পারে যেগুলো সময় মতো চিকিৎসা করা হলে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে শিশুরা।

এইরকম ব্যক্তিরা পরবর্তীকালে বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রতি অনাস্থা দেখিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা জানিয়ে যদি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করে তাহলে উনি স্বভাবতঃই সত্যিটা জানার তাগিদে কঠোর পদক্ষেপ করবেন কিন্তু তাঁর কাছে সবসময়ে সম্পূর্ণ তথ্য উপস্থাপিত করা হয় না যার প্রভাব সামগ্রিক রাজ্য ও রাষ্ট্র পরিসরে পড়ে যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। একইসাথে কিছু চিকিৎসকদের জন্য সমগ্র পরিষেবা যাতে সমালোচিত না হয় সেই বিষয়েও সতর্ক থাকা উচিৎ তাঁদের। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকলকে আগলে রেখে প্রশাসন চালানোর দায়িত্ব পালন করতে সদাসচেষ্ট তাঁকে সঠিক তথ্য পরিবেশনার মাধ্যমেই সাহায্য করা যেতে পারে এবং তাঁর আস্থাবাচক বার্তা যেন শুধুই বার্তা হিসাবে পুরানো খবরে চাপা না পড়ে থাকে সেটাও বিন্দুমাত্র ঢিলেমি ত্যাগ করে তদারকি করতে হবে খোদ প্রশাসনকে।

বিশ্ব কুষ্ঠদিবস উদযাপন এবং আমাদের ভূমিকা

ডাঃ শামসুল হক

কুষ্ঠ এমনই একটা মারাত্মক ব্যাধি যা এখনও পর্যন্ত কার ও কাছে তেমন একটা স্বস্তিদায়ক রোগ হিসেবে বিবেচিত হয়নি । এতে প্রাণহানির তেমন একটা ভয় না থাকলেও নিশ্চিতভাবে আছে অনেক ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার ও । আবার আক্রান্ত সেই মানুষটির সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলার জন্য ও সদা সচেতন আমরা । রোগীকে ছুঁলে বা তার এঁটো খাবার খেলে কিংবা তার সঙ্গে বসবাস করলে সেই মানুষটাও যে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন সেই একই রোগে এটা নিয়েও ভাবিত আমরা।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে কুষ্ঠ হল জীবাণুঘটিত এমন একটা রোগ যা প্রয়োজনে ভয়াবহ ও হয়ে উঠতে পারে। এই রোগের জন্য মূলত দায়ী করা হয়ে থাকে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল লেপ্রি নামক একটা জীবাণু ই । নর ওয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাক্তার জি . হ্যানস্যাম এই রোগ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং তার জীবাণুও আবিষ্কার করেন। বের করেন রোগমুক্তির উপায় ও ।

এই রোগে দেহের চামড়া এবং চামড়া সংলগ্ন স্নায়ুকে আক্রমণ করেই শুরু করে তার বিস্তার ও । আর এই রোগ এমন ই অতর্কিতে একজন মানুষকে আক্রান্ত করে ফেলে যে সহসা সেটা কেউ টের ও পান না । প্রাথমিকভাবে চামড়ার উপর কেবল হালকা বাদামি রঙের একটা দাগ দেখা যায় মাত্র। মোটামুটিভাবে সেটাকে কেউ গ্াহ্যের মধ্যেও আনার চেষ্টা করেন না। কিন্তু তা করলে কি হবে, ক্ষতি যেটুকু হ ওয়ার তা তো হয়েই যায়।

কুষ্ঠ রোগের জীবাণু একজন মানুষের দেহে প্রবেশ করার পর সাধারণত পনের দিন পর থেকে তার ব ংশ বিস্তার করতে শুরু করে। কিন্তু তার প্রকাশ ঘটে দুই, তিন প্রয়োজনে পাঁচ বছর পর। কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বিলম্বেই ঘটে তার প্রকাশ । তখন আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ মধ্যস্থ চামড়ার উপর হালকা বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে তা একটু বিবর্ণ

হলেও ধীরে ধীরেই সে তার আসল রূপটাও প্রকাশ করে। তখন সেইসব জায়গায় লাল রঙের চাকা চাকা দাগ দেখা যায়। অনেক সময় সেটা আবার ফুলেও যায়। তখন বিলম্ব না করে অতি অবশ্যই নিতে হবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও ।

আমাদের দেশে কুষ্ঠ হল একটা আঞ্চলিক সমস্যা। এই রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া , মায়ানমার ইত্যাদি দেশেও । আর তা থেকে দূরে থাকতে হলে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে সব ধরণের অজ্ঞাতাকেও। খোলা রাখতে হবে চোখ কান ও । মনে রাখতে হবে যে, এই রোগকে অতি সাধারণ একটা রোগ হিসেবে গণ্য করাও চলবে না।করণ কেবলমাত্র সুচিকিৎসার ই অভাবে দেখা দিতে পারে পঙ্গুত্ব ও । শুধু তাই নয়, কুষ্ঠ রোগ মস্তিষ্ক এবং মেরুদন্ডের বাইরের দিকের স্নায়ুর, ত্বকের ক্ষতিও করতে পারে।

কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জিন ও অনেক সময় আবার সংক্রমণের জন্য দায়ীও হয়ে থাকে। তাই সতর্ক থাকতে হবে সেই ব্যাপারেও। এই রোগকে মানব সভ্যতার অতি প্রাচীনতম একটা ব্যধি হেসেবেই গণ্য করা হয়ে থাকে। চার হাজার বছর আগের ইতিহাসেও আছে তার বিবরণ। এর বিরুদ্ধে মিলিতভাবে সংগ্াম করে চলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ অন্যান্য আরও অনেক দেশ ও । তাই অতি আড়ম্বরের সঙ্গেই পালন করা হচ্ছে বিশেষ সেই দিনটাকেও।

এই রোগকে নিয়ে কালে কালে অনেক গুণীজনরাও চালিয়েছিলেন তাঁদের নিরলস গবেষণাকর্ম। ১৯৬০ সালে মার্কিন চিকিৎসক জন শেফার্ড ইঁদুরের দেহে কুষ্ঠ রোগের জীবাণু প্রয়োগ করে তার বিস্তারের কারণ এবং ঔষধ ও আবিষ্কার করেন। এই চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত মাল্টি ড্রাগ থেরাপি এই আবিষ্কারের ই ফলাফল হিসেবে পাওয়া। ১৯৮২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার অনুমোদন ও প্রদান করে ।

মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা এহেন আশঙ্কার ঢেউ একটা সময় বিস্তারিতভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্ বিশ্ব জুড়েই । তাই ১৮৭৪ সালে উইলেসি বাইলি নামক একজন আইরিশ চিকিৎসক দ্য লেপ্রসি মিশন নামক একটা সংস্থাও গড়ে তোলেন সেই রোগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা করার ই উদ্দেশ্যে। পরে ঠিক একই ধরণের আরও একটা প্রতিষ্টান গড়ে ওঠে অষ্ট্রেলিয়াতেও।

কুষ্ঠ রোগীদের সেবার জন্য জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীও সবরমতী আশ্রমে ব্যয় করেছেন তাঁর নিজের জীবনের অনেকটা সময় ও। আর স্মৃতি রক্ষার্থেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে প্রতি বছর ৩০ শে জানুয়ারি বা তার কাছাকাছি রবিবার ই কুষ্ঠ দিবস উদযাপনের জন্য নির্ধারিত ও করা হয়।

ছোট বড় সব বয়সী মানুষজনদের ই আক্রমণ করতে পারে এই রোগ। বাচ্চাদের মধ্যে চার থেকে শুরু করে পনের বছর বয়সীরা এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে মধ্যবয়স্ক থেকে একেবারে বৃদ্ধবস্থা পর্যন্ত , যে কেউই যে কোন সময় ই হতে পারেন এর শিকার। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে মেয়েদের তুলনায় পুরুষরাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

ঘটনা যাই হোক না কেন , এই রোগের বাড়বৃদ্ধির জন্য কিন্তু দায়ী আমরা নিজেরাও । উদাসীনতা তো আছেই , তার সঙ্গে আবার আছে সচেতনতার অভাব ও । তাই বিশ্ব কুষ্ঠদিবস যাতে সার্থক ও সম্পন্ন হয়ে ওঠে সেইদিকেই খেয়াল রাখতে হবে আমাদের এবং সেইসঙ্গে উদ্যোগী হতে হবে দিবস পালনের দিকেও ।